NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ তিনি জগজ্জননী, তিনি উমা হৈমবতী

ঝাড়গ্রামে জুনিয়র চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ৫

কলকাতা ৮ নভেম্বর ২০২৪ ২২ কার্তিক ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.11.2024, Vol.18, Issue No. 147 8 Pages, Price 3.00

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে ধুন্ধুমার

শ্রীনগর, ৭ নভেম্বর: অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে ফের উত্তপ্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা। বৃহস্পতিবার সকালে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন শাসক এবং বিরোধী দলের বিধায়কেরা। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হল মার্শালদের।

ঘটনার সূত্রপাত একটি পোস্টারকে ঘিরে। বৃহস্পতিবার সকালে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হলে বারামুলার সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার রশিদের ভাই তথা আওয়ামি ইত্তেহাদ পার্টির বিধায়ক খুরশিদ আহমেদ শেখ অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর সমর্থনে একটি পোস্টার তুলে ধরেন। সেই পোস্টারে আপত্তি জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক সুনীল শর্মা। তার পরেই বিজেপি বিধায়কেরা স্লোগান দিতে থাকেন। শাসক এবং বিরোধী দলের বিধায়কদের মধ্যে প্রথমে ধস্তাধস্তি, পরে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়।

বিজেপির অভিযোগ, জম্মু ও কাশ্মীরের শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) এবং কংগ্রেস ওই বিধায়কের পাশে দাঁড়িয়েছে। আরও এক ধাপ এগিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র রায়না এনসি-কংগ্রেস জোটকে আক্রমণ করে বলেন, 'ওরা পাকিস্তানের হাত শক্ত করছে। জঙ্গিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।' বুধবারই জম্মু ও কাশ্মীরে ফের অনুচ্ছেদ ৩৭০ ফেরাতে চেয়ে প্রস্তাব পাশ হয় সেখানকার বিধানসভায়। শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) এই প্রস্তাব পেশ করার পরেই বিধানসভায় হট্টগোল শুরু হয়। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বিজেপি বিধায়কেরা। পরে অবশ্য ধ্বনিভোটে প্রস্তাবটি পাশ করানো হয়। ছ'বছর পরে গত সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় অধিবেশন বসে। অধিবেশনের প্রথম দিনেই অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বিধানসভায় মেহবুবা মুফতির দল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র বিধায়ক ওয়াহিদ পাররা অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করলে হইচই শুরু করে দেন বিজেপি বিধায়কেরা।

ট্যাব কেনার টাকা প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাব কেনার টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আর সেই টাকা চলে যাচ্ছে অন্যদের অ্যাকাউন্টে। একজন নয়, একাধিক পড়ুয়ার সঙ্গে ঘটেছে এমন ঘটনা। একাধিক স্কুলে এই অভিযোগ সামনে এসেছে। ওই সব ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকদের এই নির্দেশ দেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি যারা টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের অবিলম্বে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বাংলার শিক্ষা পোর্টালে ছাত্রছাত্রীদের নাম ও অ্যাকাউন্ট ও নম্বর হ্যাক করে এই ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় চারটি স্কুলের মোট ৬৪ জন পড়ুয়ার তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তমলুক থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ডিআই (মাধ্যমিক)। ডিআই শুভাশিস মিত্র জানিয়েছেন, চারটে স্কুলের নামে প্রতারিত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রতারিত হওয়া স্কুলগুলির নাম যথাক্রমে চণ্ডীপুর থানার মুরাদপুরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, দিবাকরপুর হাইস্কুল, নন্দকুমার থানার ব্যবত্তারহাট আদর্শ হাইস্কুল ও মহিষাদলের নাটশাল হাইস্কুল।

৩ বার পিছনোর পর মাত্র ৩০ মিনিটে শেষ আরজি কর শুনানি

শুনানি হয়নি সিভিক নিয়ে রিপোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার সপ্তম শুনানি হল। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলার তদন্তের অন্তর্বর্তী রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে মামলার তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। হাসপাতাল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জায়গায় সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলানোর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল রাজ্য সরকার। নির্দেশ মেনে সেই প্রশ্নের জবাব হলফনামা আকারে জমা দিয়েছে রাজ্য। যদিও বিষয়টি বৃহস্পতিবার শুনানির জন্য ওঠেনি।

১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন চন্দ্রচূড়। আগামী ৯ এবং ১০ তারিখ যথাক্রমে শনি ও রবিবার হওয়ায় শুক্রবারই শেষ বার তাঁর বেঞ্চ বসবে। সেই ভাবে দেখলে, বৃহস্পতিবারই শেষ বার আরজি কর মামলা শুনলেন চন্দ্রচূড়। এর আগে প্রথমে বুধবার এবং পরে বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানির কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা শোনা হয়নি। উল্লেখ্য, আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রধান বিচারপতিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা গ্রহণ করেছিলেন।

দুদিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে তিনবার পিছিয়ে গিয়েছিল আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলার শুনানি। আর বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোর খানিক পরে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরুর আধঘণ্টার মধ্যে তাতে ইতি টেনে দেওয়া হল! সব পক্ষের রিপোর্ট জমা পড়ার পর তা খতিয়ে দেখলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। এর পর বিচারপতিরা জানান, বিষয়টি সংবেদনশীল। প্রকাশ্যে আলোচনার মতো নয়। তাছাড়া শিয়ালদহ আদালতে চার্জ গঠন হয়েছে, বিচারও শুরু হবে ১১ নভেম্বর।

জানা গিয়েছে, এদিন সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালার বেঞ্চে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেয় সিবিআই। পাশাপাশি, জাতীয় টাস্ক ফোর্সের কাজ নিয়েও একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের। সেসব খতিয়ে দেখেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। তিনি মন্তব্য করেছেন, সিবিআইয়ের স্টেটাস রিপোর্টে বহু দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে সিবিআই-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি বিচারপতিরা জানান, জাতীয় টাস্ক ফোর্স নিয়ে রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সচিবরাও নিজেদের মতামত হলফনামা আকারে জানাতে পারেন।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে গরহাজির ছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। সূত্রের খবর, তাঁর অন্য কাজ থাকায় এদিন শুনানিতে থাকতে পারেননি তিনি। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল আবেদন জানান, দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হোক।

ধমক প্রধান বিচারপতির

এক আইনজীবী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিচার ব্যবস্থার উপর থেকে আস্থা হারাচ্ছেন।' প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনি কার হয়ে সওয়াল করছেন? শুনে মনে হচ্ছে, কোর্টে এখন ক্যান্টিনের মতো গল্প চলছে।' বর্ষীয়ান আইনজীবী মহেশ জেঠমালানি প্রস্তাব দেন, 'এ রাজ্যের জনতার বিচারব্যবস্থার উপর ভরসা নেই। তাই এই মামলা অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করা হোক।' তা শুনেই রীতিমতো ধমক দেন প্রধান বিচারপতি। বলেন, 'এমন মন্তব্য আপনি করতে পারেন না। কাদের হয়ে আপনি একথা বলছেন? এমন কিছু নয়।' এর পর পত্রপাঠ প্রস্তাব খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মন্তব্য, 'এধরনের নির্দেশ আমরা দিয়েছিলাম মণিপুরের ক্ষেত্রে। কিন্তু আর কোনও মামলায় দেওয়া হয়নি। এই মামলাতেও স্থানান্তরের কিছু নেই।'

ছট পুজোর উদ্বোধনে সম্প্রীতির বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা এ রাজ্যের প্রধান শক্তি। তা যে কোনো মূল্যে অক্ষুন্ন রাখা হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার তক্তা ঘাট ও দই ঘাটে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছট পুজোর অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের মানুষ সব উৎসবকে নিজেদের বলে মনে করেন। তাই অন্য অনুষ্ঠানের মত ছট পুজোতেও দুদিন ছুটি দেওয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, কেউ কেউ ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করতে চাইছে। তা প্রাণের বিনিময়ে হলেও প্রতিরোধ করা হবে। মানুষকেও কোনও উস্কানিতে পা না দেওয়ার তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

নিজের ভাষণে, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ-নির্বিশেষে বাংলা যে বিবিধের মিলনস্থল এদিন সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সব ধর্মের প্রতি আমাদের ভালবাসা রয়েছে, যা ভাঙতে দেব না। ভেঙে ফেলা খুব সোজা, জোড়া লাগানো খুব কঠিন। ভারতে অনেক ভাষা, সংস্কৃতি আলাদা, তবুও আমরা ভারতীয়। তাই বাংলায় এই পরম্পরা স্বাধীনতার সময় থেকে আছে, সারা জীবন থাকবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে। বাংলার পরম্পরা চিরকাল বজায় থাকবে। এখানে বিভাজনের রাজনীতি আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা সব ধর্মকে ভালবাসি। সে কারণেই তো বিহারের চেয়েও এখন বাংলায় বেশি ছট পুজো হচ্ছে।'

হিন্দুদের এই পুজো মূলত বিহারি সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ে থাকে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, নেপালের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এখন সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে ছট পুজো। সকলকে ছট পুজোর জন্য এদিন ফের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলে ভালো করে উৎসব কাটান। কোথাও যেন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না হয়। ছট পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে গঙ্গাঘাট এবং নদীর পারগুলিতে প্রশাসনের তরফে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পুণ্যার্থীদের সতর্ক করে মমতা বলেন, 'পুজোর জন্য গঙ্গাঘাটে তাড়াহুড়ো করবেন না। ছোট ছোট গ্রুপ করে করে ধীরে ধীরে ঘাটে যাবেন। কেউ তাড়া দিলেও তাড়াহুড়ো করবেন না। ওতে পদপিষ্ট হয়ে যেতে পারেন। কোনও দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে।' প্রসঙ্গত, এবারে ছট পুজো নিয়ে গানও লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার পোস্তা বাজারে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে নিজেই একথা জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ওই গান এদিন গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে শোনাও যায়।

অস্তগামী সূর্যদেবকে অর্ঘ্য

ছট পুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে গঙ্গায় এক ভক্তর ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

ওয়াকফ নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির সফর বয়কট করছে 'ইন্ডিয়া', ঘোষণা কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) আসন্ন পাঁচ রাজ্যের সফর বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'ভুক্ত দলগুলি। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ঘোষণা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি ওয়াকফ সংক্রান্ত জেপিসির অন্যতম সদস্য। কল্যাণের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক নাদিমুল হকও।

আগামী শনিবার গুয়াহাটি থেকে সফর শুরু করার কথা জেপিসির। ছ'দিনে দেশের পাঁচ রাজ্যের পাঁচটি শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের বৈঠক করার কথা। এই তালিকায় রয়েছে কলকাতাও। তা ছাড়া, ভুবনেশ্বর, পাটনা এবং লখনউও রয়েছে। কল্যাণ বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওয়াকফ জেপিসিতে তাড়াহুড়ো করছেন চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল। ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রে ভোট রয়েছে, আমাদের রাজ্যে উপনির্বাচন রয়েছে, এর মধ্যে কী ভাবে এই সফর সম্ভব?'

গত ৩ নভেম্বর লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়ে জেপিসির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী সাংসদেরা। গত মঙ্গলবার স্পিকারের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎও করেন কল্যাণেরা। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'সপ্তাহে দু'দিন ৯ ঘণ্টা করে জেপিসির বৈঠক হচ্ছে, আমরা সাংসদেরা অন্য কোনও কাজই করতে পারছি না। কোনও স্থায়ী কমিটির বৈঠকে যেতে পারছি না। এ রকম ভাবে হয় নাকি? তার মধ্যেই আবার এই সফরের সূচি।' কল্যাণের এ-ও দাবি, স্পিকার তাঁদের কথা সহানুভূতির সঙ্গেই শুনেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন মিটিংয়ের সময় কমানো এবং সফর বাতিলের বিষয়টি তিনি দেখবেন। কিন্তু তা হয়নি। তার পরেই ওই সফর বয়কটের কথা ঘোষণা করলেন কল্যাণেরা। লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ জানিয়েছেন, কংগ্রেস, ডিএমকে, শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (পওয়ার), জেএমএম সাংসদেরাও বয়কট করছেন আসন্ন সফর। এর আগের মুম্বই, আমদাবাদ, হায়দরাবাদ, চেন্নাই-সহ বিভিন্ন শহরে জেপিসির সফরের উদাহরণ দিয়ে কল্যাণ বলেন, 'নাওয়া-খাওয়ার সময় দিচ্ছে না। মিটিং করেই ছুটতে হচ্ছে অন্য শহরে।' কল্যাণের আরও অভিযোগ, ওয়াকফ নিয়ে চেয়ারম্যান যাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই এ বিষয়ে কোনও ভূমিকা নেই। মতামত কৃত্রিমভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তৃণমূলের। ওয়াকফ বিল নিয়ে গোড়া থেকেই জেপিসির মধ্যে সরব কল্যাণ। গত ২২ অক্টোবর জেপিসির বৈঠকে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল শ্রীরামপুরের কল্যাণকে। তিনি বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিতণ্ডার সময় জেপিসির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালকে লক্ষ্য করে কাচের বোতল ভেঙে ছোড়েন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় কাচ বিঁধে কল্যাণের হাত জখম হয়েছিল। ছ'টি সেলাইও পড়েছিল ডান হাতের বুড়ো আঙুলে। সময় বেঁধে দিয়ে জেপিসিকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। সেই সূত্রে, আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে জেপিসির রিপোর্ট পেশ করার কথা। এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বলেন, 'অতীতেও অনেক জেপিসি হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। টু-জি স্পেকট্রাম নিয়ে গঠিত জেপিসি রিপোর্ট দিতে সময় নিয়েছিল দেড় বছর।' কল্যাণ-সহ বিরোধীদের দাবি, তাড়াহুড়ো করে নিজেদের মনগড়া রিপোর্ট দিতেই জেপিসির চেয়ারম্যান অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

ট্রাম্প জয়ের রেশ কাটার আগেই রক্তাক্ত বাজার

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: বুধবার, ৬ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জেতার প্রভাব পড়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। কিন্তু ফল ঘোষণার এক দিনের মধ্যেই আগের জায়গায় ফিরল সূচক। যার জেরে লদীবারে ফের রক্তাক্ত হয়েছে সেনসেক্স ও নিফটি। আর এতে যথেষ্টই হতাশ লগ্নিকারীরা।

বৃহস্পতিবার, ৭ নভেম্বর বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) শেয়ারের সূচক পড়েছে ৮৩৬.৩৪ পয়েন্ট। ফলে বাজার বন্ধ হওয়ার পর ৭৯,৫৪১.৭৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে যায় সেনসেক্স। এতে ১.০৪ শতাংশ পতন দেখা গিয়েছে। দিনের শুরুতে ৮০,৫৬৩.৪২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল সেনসেক্স। দিনের মধ্যে এটাই ছিল বিএসইর সর্বোচ্চ সূচক।

অন্যদিকে ২৮৪.৭০ পয়েন্ট নেমেছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) লেখচিত্র। ফলে এ দিন ২৪,১৯৯.৩৫ পয়েন্টে শেষ করেছে নিফটি। দিনের শুরুতে যা ২৪,৪৮৯.৬০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিল। আর দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪,৫০৩.৩৫ পয়েন্টে উঠেছিল নিফটি। এর লেখচিত্র নেমেছে ১.১৬ শতাংশ। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক নিফটি পড়েছে ৪০০ পয়েন্ট। ৫১ হাজার ৯১৬-তে এটি বন্ধ হয়েছে।

এ দিন নিফটিতে ছোট ও মাঝারি পুঁজির সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম কমেছে যথাক্রমে ০.৮৪ এবং ০.৪৯ শতাংশ। সংকর ধাতুর স্টক ২.৭ শতাংশ সস্তা হয়েছে। পাশাপাশি, ফার্মা, রিয়্যাল এস্টেট ও গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম কমেছে এক শতাংশ। নিফটিতে ৫০টির মধ্যে ৪৫ স্টকই লাল জোনে শেষ করেছে। সর্বাধিক লোকসান হয়েছে হিন্দালকোর লগ্নিকারীদের। কারণ, এই সংস্থার স্টকের সূচক নেমেছে ৮.৫ শতাংশ।

এবার হুমকি শাহরুখকে

মুম্বই, ৭ নভেম্বর: সলমন খানের পর এ বার হুমকি শাহরুখ খানকে। সম্প্রতি ৫৯-এ পা দিলেন বলিউডের বাদশাহ। গত দশ বছরে এই প্রথম বার নিজের জন্মদিনে অনুরাগীদের দেখা দেননি অভিনেতা। শুধু তাই নয়, মন্নতের সামনে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি অনুরাগীদের, ছিল পুলিশি কড়াকড়ি। অনেকেই বলেছিলেন নিরাপত্তার কারণেই নাকি দেখা দেননি বাদশা। তার পর দিন পাঁচেক কাটতে না কাটতেই ফোনে হুমকি পেলেন অভিনেতা। ছত্তিশগড়ের রায়পুর থেকে এল হুমকি ফোন; টাকা না দিলে নাকি নিস্তার পাবেন না শাহরুখ। ফায়জান খান নামে এক ব্যক্তির হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।

যৌন হেনস্তার অভিযোগ আপসে মেটানো যায় না

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: যৌন হেনস্তার কোনও অভিযোগ 'সমঝোতা' করে বা 'আপস' করে মেটানো যায় না। রাজস্থানের এক মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে আপস করে নিলেই যৌন হেনস্তার মামলা থেকে মুক্তি পেতে পারে না অভিযুক্ত। শীর্ষ আদালতে রাজস্থানের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্তার মামলার শুনানি চলছিল। ২০২২ সালের ওই মামলায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক দলিত নাবালিকের যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। নির্যাতিতা দলিত এবং নাবালিকা হওয়ায় মামলায় যুক্ত হয় পকসো এবং তপসিলি জাতি-উপজাতি সুরক্ষা আইনও। নাবালিকার বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৩০৩ নং এফিডেভিট বলে Chabi Jadab ও Chabi Yadav W/o. Taraknath Jadab সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Loknath Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Hiyan Chakraborty ও Heyaan Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

I, Bidhidipta Saha, S/O.- Bilash Saha resident of Vill+P.O.-Chaltia, P.S.- Berhampore, Dist.- Murshidabad. do hereby declare that I have changed my father's name Bilash Saha to Bilash Ranjan Saha and henceforth my father will be known as Bilash Ranjan Saha in all purpose, vide affidavit no.-A-50313 sworn before the S.D.E.M. (S) Court at Berhampore on 28/08/2024. Bilash Ranjan Saha and Bilash Saha both are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি আমির বিশ্বাস S/O. Lt. Aziz Biswas উমারপুর, হাঁসখালী নদীয়ার বাসিন্দা জমির রেকর্ডে খতিয়ান নং- 137 J.L. নং ৮৩ তে Amirul Islam ওরফে Amir Hosen Biswas, জমির দলিলে Amirul Islam Biswas নাম আছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে ৩০-১০-২৪ এফিডেভিট বলে তিন নামই একও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি সুমনা মিস্ত্রী, পিতা- সরোজ মিস্ত্রী আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ধর্ম পরিবর্তন করিব। ৩০-১০-২০২৪ L.d. S.D.E.M প্রথম শ্রেণী বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিটে হিন্দুধর্ম থেকে সেচ্ছায় মুসলিম ধর্মগ্রহণ করিলাম। আমি সুমনা মিস্ত্রী থেকে সুমনা খাতুন নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি বিনয় মন্ডল ২০-০৯-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টের এফিডেভিটে বিনয় মন্ডল পিতা- বিষ্ণুপদ মন্ডল ও বিনয় কুমার মন্ডল পিতা বিষ্ণুপদ মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম বিনয় মন্ডল। গ্রাম- গাজনা মধ্যপাড়া, পোষ্ট- গাজনা, থানা- হাঁসখালি, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০৭।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ই নভেম্বর। ২২শে কার্তিক। শুক্র বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ মঙ্গল। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ মঙ্গল। খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভুত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ মঙ্গল। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ মঙ্গল আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ মঙ্গল। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৪৩১ নং এফিডেভিট বলে Kalyani Sarkar ও Smt Kalyani Sarkar W/o. Dipendu Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৩৪ নং এফিডেভিট বলে Salil Kumar Bhattacharya ও Salil Kr Bhattacharjee S/o. Bhababhuti Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I Deepsikha Jain D/O Rakesh Kumar Jain W/O Deepak Agarwal residing at 5, Peary Mohan Pal Lane, Girish Park, Kolkata-700007, have changed my name and shall henceforth be known as Deepa Agarwal as declared before the learned Chief Metropolitan Magistrate Court, Kolkata by notary public vide affidavit dated 01 -11 -2024.Deepsikha Jain and Deepa Agarwal both are the same and identical person.

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী অনুপম বাগচী পিতা বঁনবীর বাগচী সাং- বি. কে. গোস্বামী স্ট্রীট, পো: + থানা-শান্তিপুর , জেলা- নদীয়া, পিন- 741404 শান্তিপুর এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইংরাজি 04/03/2024 তারিখে 2290/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমত্যা অর্চনা মুখার্জী এবং শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মুখার্জী ঘটক আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী শান্তিপুর থানার 22 শান্তিপুর মৌজাস্থিত এল. আর. খতিয়ান 9806 এল. আর. দাগ 2157 এ আমাদের 0.33 শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন ডিসপুট থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও ভূমি সংস্কারের সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

মোনালিসা ব্যানার্জী (Advocate)

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শ্রী প্রলয় কুন্ডু পিতা ঁপরিমল কুন্ডু সাং বেজপাড়া লেন, পো: + থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- 741404 শান্তিপুর এ.ডি.এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত গত ইংরাজি 05/03/2024 তারিখে 1069/ 2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রীমতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী শান্তিপুর থানার 22 শান্তিপুর মৌজাস্থিত এল. আর. খতিয়ান 9806 এল. আর. দাগ 2157 এ আমাদের 0.33 শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন ডিসপুট থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল. আর. ও ভূমি সংস্কারের সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

মোনালিসা ব্যানার্জী (Advocate)

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়, আমার মক্কেল শ্রীমতী শম্পা দাস স্বামী অর্জুন দাস, হরিপাল থানার অন্তর্গত দ্বীপা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ২৮ নং জে.এল. ভুক্ত পশ্চিম গোপীনাথপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ৯৩ নম্বর খতিয়ানে থাকা হাল এল. আর. ১৩৯৩ নম্বর দাগে ১২ শতক শালি জমি ঊষাবালা ঘোষ এর ওয়ারিশান তথা তারকনাথ ঘোষ দীগং এর নিকট হইতে গোকুল কর্মকার অদ্য ইং ২৮/০৬/২০২৪ তারিখে হরিপাল রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৬০৯ নং পাওয়ারমূলে প্রাপ্ত হইয়া গত ইং ০৯/০৭/২০২৪ তারিখে উক্ত পাওয়ার অফ এ্যার্টনী বলে গোকুল কর্মকার একই অফিসে আমার মক্কেল তথা শম্পা দাসকে ২৭৩৪ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, যদি উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও, হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে ।

ধন্যবাদান্তে,

LAKSHMAN PAL
Advocte
Chinsurah, Serampore Court
Reg No-WB.1593/2015

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

মহাশয়, আমার মক্কেলগণ ১। শিবু সাঁতরা পিতা বিশ্বনাথ সাঁতরা, ২। দীপঙ্কর সাঁতরা, ৩। শুভঙ্কর সাঁতরা উভয়ের পিতা অশোক কুমার সাঁতরা এবং ৪। সঞ্জয় কুমার সাঁতরা পিতা দিলীপ কুমার সাঁতরা সকলেই হরিপাল থানার অন্তর্গত পাঁচগাছিয়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা থাকাকালীন হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ২৭ নং জে.এল. ভুক্ত পাঁচগাছিয়া মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ১৯৭ নম্বর খতিয়ানে থাকা হাল এল. আর. ২৮৫ নম্বর দাগে ১৭ শতক শালি জমি, হাল এল.আর. ৮১/৪০৭ নং দাগে ১৩ + ১৩ = ২৬ শতক শালি জমি এবং হাল এল.আর. ৮২ নং দাগে ২২ শতক শালি জমি, হাল এল.আর. ২১৫ নং দাগে ১৪ শতক শালি জমি এবং হাল এল.আর. ৮৭/৪১১ নং দাগে ২০ শতক সম্পত্তি যাহা দেবীপ্রসাদ সিংহরায় এর ওয়ারিশান তথা রীতা ও নীতা সিংহরায়ের নিকট হইতে ওনাদের সহোদর ভ্রাতা বিশ্বরূপ এবং অনুরূপ সিংহরায় অদ্য ইং ২২/০৩/২০২২ তারিখে হরিপাল রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩১২ নং পাওয়ারমূলে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পাওয়ার অফ এ্যার্টনী বলে বিশ্বরূপ এবং অনুরূপ সিংহরায় একই অফিসে গত ইং ১৫/০২/২০২৪ তারিখে আমার মক্কেলগণ তথা ১। শিবু সাঁতরা, ২। দীপঙ্কর সাঁতরা, ৩। শুভঙ্কর সাঁতরা এবং ৪। সঞ্জয় কুমার সাঁতরা কে ৬৬৭/২০২৪, ৬৭০/২০২৪, ৬৭১/ ২০২৪ এবং ৬৭২/২০২৪ নং একাধিক সাফ কোবালা দলিলমূলে উক্ত দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, যদি উক্ত দাগের সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও, হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,

LAKSHMAN PAL
Advocte
Chinsurah, Serampore Court
Reg No-WB.1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, হুগলী জেলার হরিপাল থানার খামারচন্ডী (৭২) মৌজার এল.আর. ২৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪৫৩ নং দাগে বাস্তু জমি ১,০০০০ অংশে ৩৫ শতক মধ্যে অত্র খতিয়ানভুক্ত ০.২০০৪ অংশে ৭ সাত শতক মধ্যে ২.৫৫ শতক জমি (১) বর্দ্ধমান জেলার কুলটি থানার বেগুনিয়া নিবাসিনী শ্রীমতী শীলা লায়েক স্বামী শিবপ্রসাদ লায়েক, (২) হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার গুষালটুলি গ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য স্বামী অরুন ভট্টাচার্য্য, (৩) হুগলী জেলার শ্রীরামপুর থানার জি.টি.রোড নিবাসিনী শ্রীমতী স্বপ্না ব্যানার্জী স্বামী শম্ভুনাথ ব্যানার্জী ও কলিকাতার দমদম থানার দেবী নিবাস রোড নিবাসী স্বপন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহারা ইহাদের স্ব স্ব পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সমূহ দেখভাল তথা বিক্রয় করিবার জন্য হুগলী জেলার হরিপাল থানার খামারচন্ডী নিবাসী (১) শ্রী অনল চৌধুরী পিতা অশোক কুমার চৌধুরী, ও (২) শ্রী অভ্র চৌধুরী পিতা অমল চৌধুরী কে ২২/২০১৬ নং পাওয়ার অফ এটোর্নী নিযুক্ত করিলে উক্ত আমমোক্তারদ্বয় উপরোক্ত ২২/২০১৬ নং আমমোক্তারের ক্ষমতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উপরোক্ত সম্পত্তি হুগলী জেলার হরিপাল থানার খামারচন্ডী নিবাসী শ্রী সঞ্জীব কুমার চৌধুরীর পুত্র শ্রী শতদ্রু চৌধুরীকে ৭০৬৫/২০২০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা বিক্রয় করিলে উক্ত শতদ্রু চৌধুরী উপরোক্ত সম্পত্তি তাহার নাম বরাবর মিউটেশন করিবার জন্য হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আবেদন করিয়াছেন। এতদ বিষয়ে কাহারও কিছু আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেস এক তরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

ধন্যবাদান্তে,

LAKSHMAN PAL
Advocte
Chinsurah, Serampore Court
Reg No-WB.1593/2015

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অনিল চ্যাটার্জ্জী পিতা ৺কানাইলাল চ্যাটার্জ্জী, সাকিম রায়বাজার, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩, পঃবঃ বিগত ইং 19/12/2022 তারিখে ডি.এস.আর-II হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6405/2022 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সৈকত সেন**, পিতা সুব্রত কুমার সেন সাকিম রায়বাজার, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩, পঃবঃ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/03/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1924/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী শংকরী দে মন্ডল** পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ মন্ডল সাকিম কেওটা ওঙ্কারনাথ আশ্রম, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৪, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালী, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৭০৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১০৭৮ নং তথা হাল এল.আর. ১২৬৫ নং দাগে বাগান ষোল আনায় ০.১৩০ একর মধ্যে ০.৮৭৫০ অংশে ০.১১৩ একর তন্মধ্যে ১ কাঠা ৪ ছটাক বা কমবেশী ০.০২০ একর আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী শংকরী দে মন্ডল** পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ মন্ডল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তায় হাওড়ার ঘাটে চলল ছটপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ায় বৃহস্পতিবার ছটপুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার তেলকল ঘাটে এলইডি স্ক্রিনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘাটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ছিলেন হাওড়া পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, জেলাশাসক দিপাপ প্রিয়া। মন্ত্রী অরূপ রায় দাবি করেন এই রাজ্যে ছট পুজো উপলক্ষে দু'দিন ছুটি দেওয়া হয় যা কোনো রাজ্যে নেই। এই পুজোয় হাওড়াকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে কারণে ডিজি নিজে এসেছেন। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে হাওড়ার সব ঘাটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘাটে গঙ্গা থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে দুপুরের পর থেকেই পুণ্যার্থীরা পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসতে শুরু করেন গঙ্গার ঘাটগুলোয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপচে পড়ে ভিড় এখানে। সূর্যাস্তের সময় শুরু হয় পুজো। হাওড়া সিটি পুলিশ এলাকার মধ্যে ১৪৩ টি ঘাটে যার মধ্যে হাওড়া থানা এলাকাতে ১১ টি, শিবপুর থানা এলাকাতে ১৬ টি, বি-গার্ডেন এলাকাতে ৬ টি, চ্যাটার্জী হাট থানা এলাকাতে ১ টি, ব্যাটরা থানা এলাকাতে ২ টি, দাসনগর থানা এলাকাতে ৩ টি, ডোমজুড় থানা এলাকাতে ৮ টি, সাঁকরাইল থানা এলাকাতে ১৭ টি, জগাছা থানা এলাকাতে ৪ টি, সাঁতরাগাছি থানা এলাকাতে ৩ টি, গোলাবাড়ি থানা এলাকাতে ১৬ টি, মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকাতে ১৫ টি, লিলুয়া থানা এলাকাতে ১৩ টি, বালি থানা এলাকাতে ১৪ টি, বেলুড় থানা এলাকাতে ৬ টি, নিশ্চিন্দা থানা এলাকাতে ৮ টি ঘাটে ছটপুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ঘাটে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারি রাখার কথা জানান হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও যে কোনো আপতকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য গঙ্গার ঘাটগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। নজরদারি চালাতে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জানা যাচ্ছে।

এছাড়াও হাওড়া শহর জুড়ে বিভিন্ন রাস্তাতে যান চলাচলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ চালানো হচ্ছে। যত্রতত্র পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক থেকে হাওড়া শহরে ঢোকা পণ্যবাহী লরিকেও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। যদিও আপতকালীন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়ি বিশেষত গ্যাসের সিলিন্ডার বাহী লরি, পেট্রোল ট্যাংকার, অক্সিজেন, দুধ, ওষুধ, সবজি, ফল ও মাছের গাড়িকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। ৭ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ১০ টা অবধি ও। ৮ তারিখ শুক্রবার দুপুর ২ টা থেকে রাত্রি ১০ টা অবধি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের।

উল্লেখ্য, এই বছরের ছট পুজোতে ভিড়ের জন্য, ১ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর মোট ৭,৬৬৩ টি বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালানো হচ্ছে। গত বছরের তুলনাতে ৭৩ শতাংশ বেশি।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উদযাপিত হচ্ছে ছটপুজো। প্রাচীন হিন্দু পার্বণে নিজেদের দায়িত্বে অবিচল সকলের কাছের মানুষ কাজের মানুষ অভিষেক দাস ও কৌস্তভ ওঝা। সারাবছরই বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা মূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে রাখেন। অভিষেক দাস ও কৌস্তভ ওঝার উদ্যোগে স্থানীয় বিধায়ক নয়না ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে ৪৯ নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস এসসি, ওবিসি কমিটির পরিচালনায় আসন্ন ছটপুজো উপলক্ষে পুজোর সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি প্রায় হাজার খানেক মানুষকে ভোগ বিতরণও করা হয়।

জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুরাগীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার নিজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুরাগীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কালীঘাটে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন তিনি। দলে বড় সাংগঠনিক রদবদল হচ্ছে বলে জানান তৃণমূল নেতা। একাধিক সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও বদল হচ্ছে বলে ইঙ্গিত

দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, এই রদবদলের খসড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি যে তাঁর বিবেচনাধীন তাও স্পষ্ট করেছেন দলের সেনাপতি। পাশাপাশি অভিষেকের বার্তা, 'আনুগত্য নয়, পারফরম্যান্সই শেষ কথা।' অভিষেক জানান, বিদেশ যাওয়ার আগে তিনি সেই খসড়া দলনেত্রীর হাতে দিয়ে গিয়েছেন। আপাতত কলকাতা ছাড়া বাংলাজুড়ে ১২৫টি পুর এলাকায় রদবদল হবে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে জেলা সভাপতি পদেও বদল হবে। তার সম্ভাব্য তালিকাও দেওয়া আছে দলনেত্রীর কাছে। তবে সবটাই সুপারিশ। সংগঠনে বদল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

এদিন অভিষেক আরও জানান, বীরভূমে কোর কমিটির নেতৃত্বে ২০২৪-এর ভোটে সেখানে ভালো ফলাফল হয়েছে। দুই সাংসদের লিড বেড়েছে। তাই তাদের কোর কমিটি থাকা উচিত বলে মনে করছেন তিনি। পাশাপাশি এদিন অভিষেক জানিয়েছেন, জেলা সভাপতি পদেও বদল হবে কাজের নিরিখে।

ভোজ্য তেলের দাম ডিসপ্লে করে রাখতে হবে দোকানে, নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: প্রত্যেক মুদি ব্যবসায়ীকে প্রত্যেক দিনের তেলের দাম লিপিবদ্ধ করে ডিসপ্লে করে রাখতে হবে দোকানে। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দেওয়া হল জলপাইগুড়ি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বেশ কয়েকদিন ধরে ময়নাগুড়িতে ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ির ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বাজার এলাকায় অভিযান চালান।

এদিন অভিযান চালানোর সময় এক ব্যক্তি জানান, তাঁর কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত তেলের দাম নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইসি ও বিডিও বিভিন্ন গোডাউনগুলিতে হানা দেন। তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ডিসপ্লে না থাকলে এবং দাম সঠিক না থাকলে সেই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা।

কোটি কোটি টাকার বিদুৎ বিল না মেটানোর অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদ্যুতের বিল বকেয়া রাখার ক্ষেত্রে সাধারণের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে সরকারি দপ্তর। অভিযোগ, এক হাজার কোটি টাকার বেশি বিদ্যুতের টাকা বকেয়া রয়েছে নানা সরকারি দপ্তরের। বাধ্য হয়ে এবার মাঠে নেমেছে বিদ্যুৎ দপ্তর। তাঁদের দাবি আগে টাকা দিতে হবে তারপর দপ্তরে বিদ্যুৎ যাবে। শোনা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সহমত হয়েছে নবান্নও। সম্প্রতি অর্থ দপ্তর সব সরকারি দপ্তরে প্রি-পেড মিটার বসানোর নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, বিভিন্ন ছোট সরকারি অফিসে এ বার প্রি-পেড মিটার লাগানোর কাজ শুরু হবে। অফিসগুলিকে নিয়ম মেনে মোবাইল ফোনের মতো বিদ্যুতের মিটার 'রিচার্জ' করাতে হবে। অর্থাৎ, আগাম দিয়ে রাখতে হবে বিদ্যুৎ খরচের টাকা। জমা রাখা টাকা শেষ হয়ে গেলে আপনা থেকেই মিটারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। রাজ্যের অর্থ দপ্তর গত ২৮ অক্টোবর এই মর্মে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। একসঙ্গে কয়েক মাসের টাকা জমা দেওয়া গেলেও মাসে মাসে রিচার্জের কথাই বলেছে অর্থ দপ্তর। এর জন্য কোষাগার থেকে আগাম টাকাও পাওয়া যাবে। কিন্তু এই টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া টাকা মেটানো যাবে না।

টিটাগড়ে ছট ব্রতীদের সহায়তা ক্যাম্পের উদ্বোধন করলেন নগরপাল অলোক রাজোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, টিটাগড়: টিটাগড়ে ছট ব্রতীদের জন্য বিশেষ পুজো সহায়তা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া। বৃহস্পতিবার বিকেলে টিটাগড় পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পার্ক রোডে বাল্যে সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সহায়তা ক্যাম্পে নগরপাল ছাড়াও

হাজির ছিলেন বাল্য সংঘের কর্মকর্তা অশোক পান্ডে, টিটাগড় থানার ওসি তাপস নস্কর, স্থানীয় কাউন্সিলর হরিরাম চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনেরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে নগরপাল গঙ্গা ঘাটে আগত ছট ব্রতীদের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন। এদিন নগরপাল অলোক রাজোরিয়া বলেন, ছট ব্রতীদের সুবিধার্থে গঙ্গার ঘাটগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত, অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছট ব্রতীরা দন্ডি কেটে ঘাটে আসবেন। তাই রাস্তাঘাট সাফাই করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে জলপথে নজরদারি করা হচ্ছে। নগরপাল আরও বলেন, গভীর জলে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছট ব্রতীদের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৮ নভেম্বর ২০২৪ ২২ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার

সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ মিলবে না স্বাস্থ্য ভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন পদক্ষেপ স্বাস্থ্য ভবনের। সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এবার প্রবেশ করা যাবে না স্বাস্থ্য ভবনে। চিরকুটে কর্তৃপক্ষ লিখে দিলে তবেই প্রবেশ মিলবে। সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে লিখিত কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। সোশ্যাল মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজগুলির কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছে বার্তা। আর এই মেসেজ পাঠিয়েছেন স্পেশ্যাল সেক্রেটারি মেডিক্যাল এডুকেশন। আর এই নয়া ফরমান আসতেই ফের জল্পনা বেড়েছে। কারণ, সংশ্লিষ্ট বার্তায় বলা হয়েছে, যে সময় চিকিৎসকদের মেডিক্যাল কলেজে থাকার কথা, তাঁরা ঘনঘন স্বাস্থ্য ভবনে চলে আসছেন। সেই কারণেই এবার থেকে বিভাগীয় প্রধানের অ্যাপ্রুভাল স্লিপ নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে প্রবেশ করার জন্য বলা হয়েছে চিকিৎসকদের। তবে সিনিয়র চিকিৎসকদের বক্তব্য, স্বাস্থ্য ভবন কোনও ঘোরার জায়গা নয়। হাসপাতালের কাজেই তাঁদের যেতে হয়। ডিউটি করেই যেতেই হয়। ফলত এই বার্তা আদতে একধরনের নজরদারি বলেই মনে করছেন জুনিয়র সিনিয়র চিকিৎসকরা।

এই প্রসঙ্গে জেডিএফ-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘হোয়াটস অ্যাপে যদি আমাদের এইচওডি-কে কোনও মেসেজ পাঠানো হয়, তাহলে তা গুরুত্ব দেওয়া হবে না। এমন নোটিসের পিছনে কী কারণ বোঝা যাচ্ছে না।’ সঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠে, ‘ওঁরা কি থ্রেট ফিল করছেন? যদি কেউ একসঙ্গে চলে যান ওঁদের অসুবিধা হবে?’ অন্যদিকে, এএইচএসডি সম্পাদক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘উনি যদি মনে করেন ওঁর এই আদেশনামার জন্য মানুষ ক্ষোভ-যন্ত্রণা জানাতে স্বাস্থ্য ভবন যাবেন না সেটা উনি ঠিক ভাবছেন না।’ বস্তুত, তিলোত্তমার ঘটনার পর বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান করেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য ভবন ঘেরাও করেন তাঁরা। এই ঘটনার এক মাস পরই এই বার্তা নিতান্ত জল্পনা বাড়িয়েছে।

‘উপাচার্যকে অবিলম্বে তার পদ থেকে সরানো উচিত’, শুনানি শুনে মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘দুর্নীতির অভিযোগে বন্ধ শিক্ষক নিয়োগ। পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগও বন্ধ। কলেজেও উঠছে দুর্নীতির অভিযোগ। এই সব কারণেই বাংলার ছেলেমেয়েরা বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।’ বৃহস্পতিবার শুনানি চলাকালীন এমনই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কারণ, অভিযোগ উঠেছে বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা প্রায় ৬০০ থেকে ৬৫০টি বিএড কলেজ নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। এনসিটিই গাইডলাইন অনুযায়ী কলেজে যে পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন, তার কিছুই নেই। গাইডলাইন অনুযায়ী কলেজে যে পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন, তার কিছুই না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে কলেজ চলছে, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। কীভাবেই তারা ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি নিচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা হয় জনস্বার্থ মামলা। সঙ্গে এও জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় ওই সমস্ত কলেজের অ্যাফিলিয়েশন বা অনুমোদন পুনর্নবীকরণ (রিনিউ) করা হয়নি। ফলে কলেজের পড়ুয়ারা বিএড পরীক্ষায় বসতে পারছেন না বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, ‘উপাচার্যকে অবিলম্বে তার পদ থেকে সরানো উচিত’। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী কল্লোল বসুর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘উপাচার্য কিছু জানেন না এটা হতে পারে না।’

এরপরই প্রধান বিচারপতি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান এ ব্যাপারে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে। রাজ্যের আইনজীবী জানান, এখানে সম্পূর্ণ দুটো পক্ষে ভাগ হয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটা পক্ষের দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেওয়া হলে, তারা বলছে কিছু করা হচ্ছে না। আবার অন্য পক্ষ বলছে, তাদের কথা ভালোভাবে শোনা হচ্ছে না।

ফিরহাদের বক্তব্যে নিয়ে মুখ্যসচিব ও ডিজিকে তন্তদের নির্দেশ জাতীয় মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য নিয়ে তদন্ত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ জাতীয় মহিলা কমিশনের। সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ করার জন্য কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই তদন্ত শেষে ৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে।

প্রসঙ্গত, একদিন আগে হাড়োয়ায় উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্রকে নিয়ে প্রকাশ্য জনসভা থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে ফিরহাদের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি।

এরপর বৃহস্পতিবার সকালেই ফিরহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে বিধাননগর দক্ষিণ থানার দ্বারস্থ হন বিধাননগরের মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় পয়রা। কিন্তু, পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে দাবি তাঁর। পরবর্তীতে মেইল মারফত অভিযোগ দায়ের হয় বিধাননগর কমিশনারেটে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওই বিজেপি নেতা জানান, ‘বাংলায় গণতন্ত্র নেই। আইনের শাসন নেই। শাসকের আইন রয়েছে। তাই অভিযোগ নিতে অস্বীকার করল পুলিশ।’

এদিকে ফিরহাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা কমিশন সাফ জানাচ্ছে, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।

চাঁদনি ঘাটে ছটপুজোয় অংশ নিয়ে অসুর নিধনের প্রার্থনা করলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, হালিশহর: হালিশহর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের হাজিনগর চাঁদনি ঘাটে প্রতি বছরই জাঁকজমক সহকারে ছটপুজো করে থাকে এমসি মিত্র রোডের স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু এবারে প্রশাসনের তরফে চাঁদনি ঘাটে স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনকে ছট পুজোর অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। শুধু তাই নয়, চাঁদনি ঘাটে ছটপুজোর জায়গাও দখল করে নেবার অভিযোগও উঠেছিল শাসকদলের বিরুদ্ধে। বাধ্য হয়ে পুরাতন ছটপুজো কমিটির কর্তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যদিও পুরনো পুজো কমিটিকে চাঁদনি ঘাটে পুজোর সেবা মূলক শিবির করার নির্দেশ দেয় আদালত। হালিশহর চাঁদনি ঘাটে ছটপুজো করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রাক্তন সাংসদ লেখেন, তৃণমূলের শাসনকালে ছটপুজো করতে আদালতের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। এটাই বাংলার বাস্তব পরিস্থিতি। টুইটে উল্লেখ, আদালতের নির্দেশে চাঁদনি ঘাটে ছট ব্রতীরা সেবামূলক শিবির করতে সক্ষম হয়েছেন। তবুও স্থানীয় বিধায়ক, পুরপ্রধানের নির্দেশে, শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে মূর্তি ভাঙা হয়েছে। তিনি মূর্তি ভাঙার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারেরও দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে হালিশহর চাঁদনি ঘাটের ছটপুজোয় অংশ নিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। গঙ্গার ঘাটে সমবেত হওয়া ছট ব্রতীদের তিনি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁর অভিযোগ, স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ছট পুজো ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল শাসকদল। অবশেষে আদালতের নির্দেশে ছট ব্রতীরা এখানে সেবামূলক শিবির করতে পেরেছেন। তাঁর দাবি, ছট মায়ের ওপর যারা আঘাত হেনেছেন। ছট মা সমাজের সেই অসুর শক্তির নিধন করবে। হালিশহর চাঁদনি ঘাটের ছট পুজোয় এদিন প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, রবি শঙ্কর সিং, পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা অমিত চৌবে প্রমুখ।

নবান্ন নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করা তরুণীকে রক্ষাকবচ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘জ্বালিয়ে দাও নবান্ন’, এমনই এক উস্কানিমূলক মন্তব্য রেখেছিলেন সংযুক্তা রায় নামে এক তরুণী, এমনটাই দাবি পুলিশের। সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয় যে ফেসবুকে নবান্ন সম্পর্কে এমন মন্তব্য করায় ট্যাংরা থানার অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর ট্যাংরা থানায় তাঁকে তলব করা হয়।

এদিকে সংযুক্তা রায় নামে তরুণীর এই অভিযোগ পুলিশ মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছে তাঁকে। আর এই অভিযোগে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থও হন তিনি। বৃহস্পতিবার মামালটি ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। তাকে রক্ষাকবচ দেয় হাইকোর্ট। একইসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, তদন্তে কোনও বাঁধা নেই। জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে পুলিশ। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ৪৮ ঘণ্টা আগে পুলিশকে দিতে হবে নোটিস।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি আদালতে ভর্ৎসিত রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ভর্ৎসিত রাজ্য। সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন টাকা না আসায় পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ বাসিন্দা। সেখানেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই পাঁচজন। সেই মামলায় রাজ্য রিপোর্ট দেওয়ার পরই বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল রাজ্য সরকারকে। আদালত সূত্রে খবর, ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকার জন্য আবেদন করেন ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিরাজুল মণ্ডল-সহ পাঁচ বাসিন্দা। দীর্ঘদিন টাকা না আসায় পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হন আবাসের টাকা থেকে বঞ্চিত পাঁচজন। অভিযোগ, তখন পঞ্চায়েত থেকে বলা হয় টাকা আসেনি। পরে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাঁরা টাকা পাওয়ার জন্য যোগ্য নন। এই প্রেক্ষিতে ২০২৩ সালে আদালতে মামলা করা হলে স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থাকে তদন্তভার দেওয়ার আর্জি জানানো হয়। এই মামলায় রিপোর্ট তলব করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রবিকিষাণ কাপুর। রিপোর্ট দিয়ে রাজ্য জানায়, মামলাকারী ৫ জনের টাকাই ভুল অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। যা দেখে রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতির মন্তব্য, ‘এটা ইচ্ছাকৃত জালিয়াতি।’ এরপরই অবিলম্বে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী পদক্ষেপের নির্দেশও দেন। বিডিও ও পঞ্চায়েত প্রধানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর তলব করেছে হাইকোর্ট।

‘রাত জাগো’ আন্দোলন নিয়ে মিডিয়াকে বিদ্ধ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে যে ‘রাত জাগো আন্দোলন’ চলেছে রাজ্য জুড়ে তাতে ‘মিডিয়া হাইপে’র অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে এসে সাংবাদিক বৈঠক করেন কল্যাণ। রাত জাগো আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, ‘একজন অভিনেত্রী রয়েছেন, যিনি রাত জাগো-তে ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে অভিযোগ করছেন। যাঁরা যাঁরা রাত জাগো আন্দোলনে রাত জাগছেন, তাঁদের মধ্যেও একজন পুরুষ রয়েছেন, নারীর অধিকারকে হরণ করার জন্য।’

তবে এই আন্দোলন প্রসঙ্গে নৈহাটির একটি ঘটনা সম্পর্কে বৃহস্পতিবার এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি সংবাদমাধ্যমকেও। বলেন, ‘এরকমও তো হচ্ছে, আপনারাই তো খবর করেছেন। রাতজাগো আন্দোলনে হেঁটেছে দু’জনে একসঙ্গে, তারপর প্রেম করেছে, তারপর তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করছে, এটাও তো হয়েছে। নৈহাটিতে এমন ঘটনা ঘটেছে।’ এরপরই সাংবাদিকদের বিঁধে তিনি বলেন, ‘এটা আপনাদের স্ট্র্যাটেজি, যে আপনারা ভালো করে তুলতে পারলেন না। আপনাদের স্ট্র্যাটেজিগুলো ফেল করে গিয়েছে। তুললেন, কিন্তু ধপ করে পড়ে গেল। কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তারা কিন্তু ঠিক নয়।’

প্রসঙ্গত, এর আগেও আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ‘জাস্টিস ফর আরজি কর’ স্লোগানে আন্দোলন হয়েছে, তখন অপর্ণা সেন, মৌসুমী ভৌমিকদের, দীপ্সিতা ধরকেও আক্রমণ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে আক্রমণ কিছুটা ব্যক্তিগত স্তরে গিয়েও পৌঁছয়। হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদেরও। এবার ‘মিডিয়া হাইপে’র অভিযোগ তোলেন কল্যাণ।

স্বস্তিতে সুদীপ্ত রায়, বেড বিক্রির অভিযোগের প্রমাণ পেল না তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনেকটাই স্বস্তিতে সুদীপ্ত রায়। টাকার বিনিময়ে দালাল চক্রের সাহায্যে বিক্রি হচ্ছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার এবং জেনারেল বেড। এমনই অভিযোগ উঠেছিল মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ সুদীপ্ত রায় এবং সেন্ট্রাল ল্যাবের আধিকারিক জয়ন্ত সোমের বিরুদ্ধে। তবে জুনিয়র ডাক্তারদের করা এই অভিযোগের তদন্তে নেমে, অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও তথ্য প্রমাণ পেল না হাসপাতালের গঠিত ১১ সদস্যের তদন্ত কমিটি। প্রসঙ্গত, এই তদন্ত কমিটিতে রাখা হয়েছিল জুনিয়র ডাক্তারদের ৪ প্রতিনিধিকেও।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের তরফে একজোড়া অভিযোগ জমা পড়ে। যার মধ্যে একটি ছিল বেড বিক্রির অভিযোগ। তবে এমন অভিযোগ সামনে আসার পর এবার সরকারি হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে বেড বিক্রি ঠেকাতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। সেগুলি দ্রুত কার্যকর করা হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। প্রত্যেক রোগীর জন্য একটি ফিডব্যাক ফর্ম তৈরি করা হচ্ছে। সেই ফিডব্যাক ফর্মে থাকবে দশটি প্রশ্ন। প্রশ্নগুলির মধ্যে থাকছে, হাসপাতালে ভর্তি হতে কেউ টাকার দাবি করেছে কিনা? টাকা দিয়ে বেড পেতে হয়েছে কিনা? ওষুধ এবং অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়া গিয়েছে, নাকি তার জন্য টাকা দিতে হয়েছে? হাসপাতালে ভর্তির জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে? হাসপাতাল কর্মীদের ব্যবহার কেমন? নার্স, চিকিৎসকদের ব্যবহার কেমন? চিকিৎসকরা ঠিকমতো পরিষেবা দিয়েছেন কিনা?

পাশাপাশি তদন্ত কমিটির আরও সুপারিশ, কোনও ব্যক্তিকে টাকা দেবেন না এই মর্মে হাসপাতালের পাবলিক এড্রেস সিস্টেমে অডিও বার্তা চালু হতে হবে। এই মর্মে হাসপাতালের একাধিক জায়গায় লিখিত নোটিস টাঙাতে হবে। রোগীদের জমা দেওয়া ফিডব্যাক ফর্ম তিনটি স্তরে পরীক্ষা করতে হবে।

নভেম্বরের মাঝ থেকেই কমবে তাপমাত্রা, জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নভেম্বরের মাঝেই কমবে তাপমাত্রা। ১৪ নভেম্বরের পর থেকে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করবে। নভেম্বরের শেষে নয়; নভেম্বরের মাঝামাঝিতেই শীতের আমেজ আসবে রাজ্যে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আবার নিম্নচাপের আশঙ্কা বঙ্গোপসাগরে। উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে এবং আন্দামান সাগর সংলগ্ন এলাকাতে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এ সপ্তাহের শেষে এই নিম্নচাপ তৈরি হলে নভেম্বরের মাঝামাঝি তা কোন দিকে যায় সেদিকেই নজর থাকবে আবহাওয়া দপ্তরের। তবে সবকিছুর পরও দক্ষিণবঙ্গে নভেম্বরের মাঝামাঝি আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, এই সময়েই পরিবেশ অনুকূল হবে উত্তুরে হাওয়া প্রবেশে।

এর পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, শুক্র ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা বা ধোঁয়াশার পরিস্থিতি। বেলা বাড়লে কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে রবিবার জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীর দিন হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা উপকূলের তিন জেলাতে। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনা এই তিন জেলাতে হালকা বৃষ্টি বিক্ষিপ্ত ভাবে দু-এক জায়গায় হতে পারে। সোমবার থেকে ফের সব জেলাতেই শুষ্ক আবহাওয়া প্রভাব বিস্তার করবে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। রবিবার থেকে পার্বত্য এই দুই জেলায় হালকা বৃষ্টি সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। বাকি উত্তরবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে সকালের দিকে নিচের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরে কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে।কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। আগামী চার-পাঁচ দিন নতুন করে তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক আবহাওয়া; বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা থাকবে।

সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়নের উদ্যোগে আইসিটি ইস্ট-এর ২৩তম সংস্করণ আয়োজিত হল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার কলকাতায় সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়নের উদ্যোগে আইসিটি ইস্ট-এর ২৩ তম সংস্করণের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে রাজ্য সরকার গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) এবং সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে নীতি নিয়ে আসছে, যা পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের পরবর্তী তথ্যপ্রযুক্তি গন্তব্য হিসাবে পরগণিত করবে। এর পাশাপাশি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এও বলেন, আগামী বছরগুলিতে, পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য পরিবেশের সুবিধার্থে ভারতের পরবর্তী আইটি হাব হতে চলেছে। কারণ, এখানে আইটি এবং আইটিইএস সংস্থাগুলিকে ১৫ শতাংশ ফ্লোর এরিয়া অনুপাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিক শুল্ক মকুব, স্ট্যাম্প শুল্ক এবং নিবন্ধকরণ ব্যয়ের ১০০ শতাংশ মকুব এবং ৫০ শতাংশ সম্পত্তি করে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে, রাজ্যে আইটি এবং আইটিইএস সংস্থাগুলির জন্য কাজের সময় ৮.৫ ঘণ্টা থেকে ৯ ঘণ্টা ছাড়ের ফলে সংস্থাগুলি লক্ষ লক্ষ টাকায় তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, রাজ্য সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন শিল্পপতিদেরও এই ধরনের এক ধারনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজীব কুমার জানান, প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের সমস্যা সমাধান এবং মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করা উচিত। উদ্যোক্তারা উদীয়মান প্রযুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো তৈরি করতে গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি) এবং সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট নিয়ে আসছে। এর পাশাপাশি জিসিসি এবং সেমিকন্ডাক্টরের খসড়া নীতি শীঘ্রই আসবে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও অবশ্যই এই ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এই নতুন নীতিগুলি আইসিটি ক্ষেত্রে রাজ্যকে উন্নত করবে বলে মনে করেন তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাজিদ হুসেন, এভিপি এবং কলকাতার হেড অফ অপারেশনস, কগনিজ্যান্ট টেকনোলজি সলিউশনস, মনোজিত সেনগুপ্ত, কো-চেয়ারম্যান, সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন আইসিটিই সাব-কমিটি এবং ডেলিভারি সেন্টার হেড, টিসিএস,প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত, চেয়ারম্যান, সিআইআই ইস্টার্ন রিজিয়ন আইসিটিই সাব-কমিটি এবং গ্রুপ সিডিআইও, আইটিসি লিমিটেড, এবং মদন মোহন চক্রবর্তী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইস্ক্রেমেকো এবং সিসকো-র পাবলিক সেক্টরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ত্রিদেব রায় সহ আরও অনেকেই।

সম্পাদকীয়

বাজির শব্দদূষণ নিয়ে প্রশাসন কবে ব্যবস্থা নেবে? কে জানে

বাজি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা শুধুমাত্র শব্দদূষণই নয়, বায়ুদূষণের মাত্রাকেও উদ্বেগজনক হারে বাড়িয়ে তোলে। অবশ্য দীপাবলির মরসুমে এই বছর সামগ্রিক ভাবে সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকায় (আইজিপি) দূষণচিত্রের সাপেক্ষে কলকাতার অবস্থানটি কিছুটা স্বস্তিদায়ক। ভারতে পঞ্জাব থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নদী অববাহিকা কুখ্যাত তার দূষণ প্রাবল্যের কারণে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলি দেখিয়েছে, দীপাবলির ঠিক আগে-পরের সময়কালে এই নদী অববাহিকা-স্থিত সবচেয়ে কম দূষিত শহরগুলির মধ্যে কলকাতা ছিল অন্যতম। দেওয়ালি-পরবর্তী দূষণের নিরিখে কলকাতাকে অনেক পিছনে ফেলেছে গাজিয়াবাদ, বিকানির এবং দিল্লি। কালীপুজোর ঠিক পরের দিনগুলিতে কলকাতার দূষণমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও তা অন্য শহরগুলির তুলনায় যথেষ্ট কম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। কারণ, কলকাতায় এই বছর দূষণ মাত্রা না ছাড়ানোর অন্যতম কারণ প্রশাসনিক কৃতিত্ব নয়, শহরের তুলনামূলক উষ্ণ আবহাওয়া। ঠান্ডা আবহাওয়ায় পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে এ শহরেও আরও জটিল হত। বরং মনে রাখা প্রয়োজন, ৩১ অক্টোবর যেখানে শহরের বাতাসের গুণমান 'সন্তোষজনক' ছিল, সেখানে পরের দু'দিনে তা দ্রুত 'মাঝারি', 'খারাপ', এমনকি একটি অঞ্চলে 'অতি খারাপ'-এর পর্যায়েও নেমে আসে বাজির কল্যাণে। বিশেষত বালিগঞ্জের মতো জনবহুল অঞ্চলে বাতাসের গুণমান 'খারাপ'-এর পর্যায়ে নেমে আসা এবং কিছু দিন স্থায়ী হওয়া উদ্বেগের বিষয়। বাজিতে নিয়ন্ত্রণ জরুরি এই কারণেই। বিশেষজ্ঞরা বহু বার জানিয়েছেন, বাতাসের গুণমানের উপর জনস্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেই মানে অবনমনের অর্থ বিপুল সংখ্যক মানুষকে জটিল অসুখের দিকে ঠেলে দেওয়া। প্রশাসন এ ক্ষেত্রে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। শব্দবাজির ক্ষেত্রে অবশ্য কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অভিযোগের নিরিখে এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কবে হবে, ছটপুজো এবং বছর শুরুতে তার সুফল আদৌ পাওয়া যাবে কি না, সবই এখনও অথৈ জলে।

শব্দবাণ-৯৫

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সমস্ত সময়, অনবরত ৩. সিংহ ৬. করণীয় কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী ৭. অতি সাহস।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হঠাৎ, আচমকা ২. শিব ৪. খেলো দ্রব্য ৫. জিহ্বা।

সমাধান: শব্দবাণ-৯৪

পাশাপাশি: ১. প্রকোপ ২. আহত ৫. বিভূতি ৮. শমন ৯. গলদ।

উপর-নীচ: ১. প্রক্রিয়া ৩. তরণি ৪. অভূত ৬. দাঁড়াশ ৭. জেহাদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

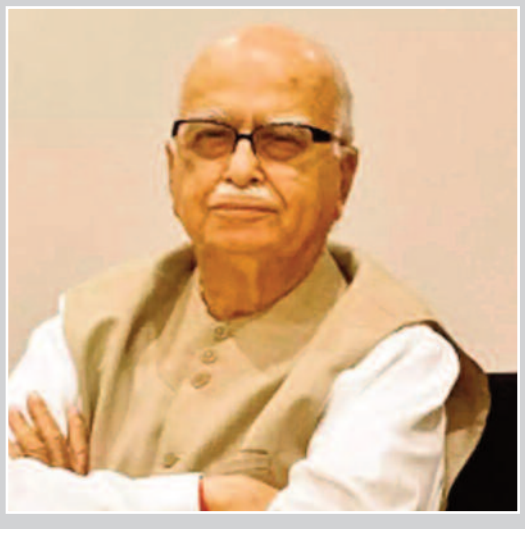

এল কে আদবানি

১৯২১ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের জন্মদিন।
১৯২৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এল কে আদবানির জন্মদিন।
১৯৪৭ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ঊষা উত্থুপের জন্মদিন।

তিনি জগজ্জননী, তিনি উমা হৈমবতী

ডাঃ শামসুল হক

এই বাংলায় গঙ্গার দুই পাড়ের দুই জেলার মানুষ জনদের মধ্যে এখন সাজো সাজো রব। এখন নিঃশ্বাস ফেলার ও সময় নেই তাঁদের। কারণ এসে গেছে জগদ্ধাত্রী পুজোর ডাক। শারদীয় এবং কালী পূজার পর এটাই এখন সকলের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা আয়োজনও। বলা যেতে পারে, বাঙালির অতি প্রত্যাশিত একটা উৎসবও। আর এই উৎসবকে ঘিরেই দুই জেলার দুই শহর কৃষ্ণনগর এবং চন্দননগর যে মাতিয়ে রেখেছে সকলকে সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই। কারণ এই পুজোর টানেই পাশাপাশি জেলার মানুষজন ও ছুটে আসেন সেখানে দেবী দর্শন এবং অতি অবশ্যই উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করার ইচ্ছে নিয়েই।

শহর চন্দননগরের চেয়ে শহর কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো কিন্তু অনেক বেশি পুরাতন। আড়াইশো বছরের ও বেশি সময় ধরে চলে আসছে দেবী বন্দনা এবং অতি অবশ্যই উৎসবের আমেজ ও । আর এখনও পর্যন্ত ধরে রেখেছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও । বরং দিন যত এগিয়ে চলেছে আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে তার সৌরভও।

১৭৬৬ সালে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে প্রথম আয়োজন করা হয়েছিল পুজোর। স্বপ্না দেশ পাওয়ার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেব শুরু করেন দেবী পূজা। তারপর ধীরে ধীরে সেই শহরের সীমা অতিক্রম করে পুজোর রেশ ছড়িয়ে পড়ে পাশাপাশি আরও অনেক শহর এমনকি জেলা পর্যন্তও। তবে মাত্র কয়েক বছর পর কাছাকাছি যে জায়গার পুজো সকলের নজর কাড়ে সেটা এখন বুড়িমারী পুজো বলেই সকলের কাছে পরিচিত। সেই পুজোর আবার আছে আরও একটা নাম , যেটা পরিচিত চাষাপাড়া বারোয়ারি পুজো নামেই । কথিত আছে পুজো শুরুর সময় সেই পুজো সকলের কাছে ওই নামে পরিচিত হলেও এখন কিন্তু সেটা বিখ্যাত হয়ে আছে বুড়িমার পুজো নামেই।

পুজোর কয়েকটা দিন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর দরজা সকলের জন্য খুলে দেওয়া হত। তখন সেখানে থাকত সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার। আলোয় আলোয় আলোকিত হয়ে উঠত সমস্ত প্রাঙ্গণ এবং কাছাকাছি সমস্ত এলাকা আর পথঘাটও। বাদ যেত না কোন অলিগলিও। মণ্ডপ সাজানো হত একেবারে মনের ই মতো করে। রাণীমা সহ রাজবাড়ীর মহিলা এবং অন্যান্যরাও সমানভাবে উপভোগ করতেন সেই পুজো।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর পুজোর এই রমরমা ভাব কিছুদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল পাশাপাশি অনেক জায়গা এবং জেলাগুলোতেও। এখনকার মতো সেই সময়ের প্রচার মাধ্যম এতখানি জোরদার ছিল না। কিন্তু তবুও সেই পুজোর জৌলুস এতটাই বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল যে, সেই সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল গঙ্গার অপর প্রান্তেও। অবশ্য যোগসূত্র হিসেবে সেই সময়ের ফরিসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অবদানের কথাও ভোলবার নয়। তিনি আবার ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার অতি ঘনিষ্ঠ এক জনও। আর রাজার আমন্ত্রণ পাওয়ার পর ই তিনি ছুটে আসেন কৃষ্ণনগরে । আর পুজোর রমরমা দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে, তাঁর কর্মস্থল চন্দননগরেও পুজোর তেমনই আয়োজন করার জন্য তৎপর হয়েও ওঠেন।

সেই সময়ের চন্দননগর শহর কিন্তু মোটেও স্থানীয় মানুষজনের হাতের মুঠোয় ছিল না। বলা যেতে পারে ফরাসিদের ই শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল সেই আমলের অতি বনেদি সেই শহরটা। তাই ইচ্ছে থাকলেও পুজোর আয়োজন করাটা কতখানি কঠিন ছিল সেটাও মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ বাবু। কিন্তু তবুও সফল হয়েছিলেন তিনি। নিজস্ব প্রভাব এবং বুদ্ধির বলে বলীয়ান হয়েই উদ্বোধন করেছিলেন পূজা এবং পূজা মণ্ডপের ও । আর তারপর সেটা বন্ধ ও হয়নি।

কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি চন্দননগরের পুজো তাই এখনও সমান ও সমান্তরাল গতিতেই এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব মহিমাকেই সঙ্গী করে। আজ চন্দননগর শহর থেকে শুরু করে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই বিস্তার লাভ করেছে জগদ্ধাত্রী পুজোর পরিধি। আর তারই মাঝে চন্দননগর এবং ভদ্রেশ্বর শহরের মাঝামাঝি গৌরহাটি তেঁতুলতলার কাছের পূজা মণ্ডপটা নজরও কেড়েছে অনেকের। পাশাপাশি মন টেনেছে বাগবাজারের জগদ্ধাত্রী পুজোও। আবার সারদা দেবীর জন্মভূমি জয়রাম বাটিতে শুরু হয়েছে যে পুজো সেটাও এখন ভীষণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে।

কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে শুরু হয় এই পুজো। কথিত আছে একদা অসুর হাতির রূপ ধরে তাণ্ডবলীলা শুরু করলে সেই হস্তীরূপী অসুরকে বধ করেন চতুর্ভূজা দেবী জগদ্ধাত্রী। তিনি দেবী দুর্গার অন্য এক রূপও। তিনি জগজ্জননী। উপনিষদে তিনি পরিচিত উমা হৈমবতী নামে।

বাঙালির আরেক নাম আবেগ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি বাঙালির কথা। বাঙালি মাত্রই আবেগ প্রবন। কিন্তু কেনো এত আবেগ এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খায় মনের মধ্যে। আসলে আমার তো মনে হয় বাঙালির মধ্যে সুন্দর একটা মন আছে। যা তাকে এত আবেগ প্রবন করে তোলে। আর এই আবেগ প্রবণতা অন্য কোনো সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। এখনো আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের রুচিবোধ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের মূল্যবোধ সহ নীতি, ধ্যান ধারণা অনেক উঁচু জাগাটায়। ভুল বললাম। অনেক উঁচু পর্যায়ের। ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের জাতিকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি। আমাদের একটা নেতাজি আছে। আমাদের একটা স্বামীজি আছে। এরকম কত মনীষী আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জ্বল নক্ষত্রে বসবাস করছেন তার ইয়ত্বা নেই। আমরা সেই সংস্কৃতির ধারক। বাহকও বটে। তাই আমাদের মধ্যে কেনো জত্যাভিমান থাকবে না বলুন তো! আমাদের আবেগই বা কেনো থাকবে না। আমরা যা পারি অন্য কোনো সভ্যতা তা পারে না। ভুল বললাম। এভাবে পারে না। না তাও ভুল হলো। সে ভাবে পারে না। আপনি হয়ত বলবেন ঠিক বুঝলাম না। আমি বলবো আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন না। ঠিক বুঝবেন। দেখুন তো এমন কোন ক্ষেত্র আছে যেখানে বাঙালি বিরাজ করেন নি। আবেগ না থাকলে তা তো কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

আমি হলপ করে বলতে পারি অন্য কোনো জাতি হলে এই আর কি কর কান্ডতে এভাবে সারা পড়ত না। এটা সম্ভব হয়েছে বাঙালি বলেই। নিন্দুকেরা হয়ত অনেক কথা বলবেন কিন্তু না বাঙালি বলেই এত ও যত স্বতস্ফূর্ততা দেখা গেছে অন্য কোনো ক্ষেত্র হলে তা দেখা যেত না। যার রেশ এখনও চলছে। চলারই কথা। এমন নরকিয় ঘটনা বাঙালি মেনে নিতে পারেননি। অন্য কোনো জাতিও তা মেনে নিতে পারবে না। পারেও নি। না পারারই কথা। কারণ আবেগ কমবেশি সকলেরই চেনা। আর সেটা নারকীয় বা মর্মান্তিক হলে তো কোনো কোথায় -ই নেই। আসলে এই ছবি আমাদের চেনা নয়। আসলে এটা কোনো চেনা ঘটনা নয়, এটা সম্পূর্ণ অচেনা ঘটনা আমাদের এই শহরে আঁচড়ে পড়েছে। আমাদের এই সংস্কৃতিতে এই ঘটনা অভিনব শুধু নয়, একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আপনার আমার বিবেক সেটা মেনে নিতে পারেনি। তাই আমাদের এত আন্দোলন, তাই আমাদের এত প্রতিবাদ। তাই এত মানব বন্ধনও। মানুষ এটা মেনে নিতে পারেনি। আরো ভালোভাবে বললে বাঙালি এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। কারণ বাঙালির আবেগ অন্য জাতির তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে আবার প্রশ্নও উঠবে অন্য কোনো জাতি কি এই আবেগে সাড়া দেয় নি। অবশ্যই দিয়েছে এবং দিচ্ছেও। কিন্তু বেশিতায় বাঙালিতে এর রূপরেখা ধরা দিয়েছে - এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিছুদিন আগেই গেলো দুর্গাপুজো। আপনি আমি সবাই সেখানে কি সুন্দর আনন্দে কাটালাম। কোনো কষ্ট, কোনো দুঃখও আমাদের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় নি। কেনো জনেন কারণ বাঙালির একটা সুন্দর মন আছে। এবার যদি একটা সুন্দর মন থাকে তবে তো একটা সুন্দর আবেগও তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তা স্বাভাবিক। এ তো গেলো একটা জাতির একটা ফ্রেন্ডলী শহরের চেনা চেহারা। আবেগটা ধরা পড়ে অন্য জায়গায়। অঞ্জনিতেও অভয়ার বিচার চেয়েছেন অনেকেই। আপনি হয়তো জানেন না এবারের কোনো এক পুজোর থিম সং কোনো এক শিল্পী বিনা পয়সায় গেয়েছেন। কারণ এ তো মায়ের গান। তাই পয়সা নয়। আপনি হয়ত জানেনই না যে ঠাকুর তৈরি করেন কোনো একটা ক্ষেত্রে সে নিজ পয়সায় মাকে সাজিয়েছেন। কারণ তিনি মা। সবার মা। সেই পালের নিজের মা চলে গেছেন অনেক আগেই। তাই সে নিজের মাকে না পেয়ে মৃন্ময়ী মাকে সকলের অলক্ষ্যে কিছু দিয়ে সাজিয়ে থাকেন প্রতি বছরেই। ভাবুন একবার। কি অবস্থা জানেন সেই বায়না করা ছেলেটার। যে কিনা তেরোটা পুজোর পোশাক পেয়েও খুশি নয়। কারণ চোদ্দটা অভাবী বন্ধুকে ঠিকমতো পোশাক এই পুজোয় গিফট করতে পারবে না বলে। না, অবশেষে পেরেছে। মাটির ভাড় এ জমানো পয়সা থেকে সব সম্ভব হয়েছে। বলুন তো আবেগ না থাকলে তা সম্ভব হতো! কখনোই নয়। আর আরোও বলতে পারি বাঙালি বলেই তা সম্ভব হয়েচ্ছ। আর সেই ব্যক্তিকে তো আমি চিনি যে কিনা মায়ের মুখ দেখেন না অথচ মাকে কাঁধে করে প্রতিমা নিরঞ্জনে নিয়ে যেতে তৈরি হন সবার প্রথমে। বলে, আমি মাকে না দেখলেও চলবে কিন্তু মা তো আমাকে দেখছেন। মা তো মহামায়া। সদ্য গেলো শ্যামাপূজা। এক কবি লিখছেন --

পায় না খেতে ফুর্তি বেজায় /বুদ্ধিজীবী বলে
খুশি হবে গরীব বলে /আনন্দ ভাগ হলে!

ভাবুন আরো একবার - কি বললেন কবি! কতটা আবেগ জড়িয়ে বাঙালি কবির কথায়!

এরপর এলো ভাইফোঁটার দিন। এটা তো আবেগের দিন। একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট হেলমেট ছাড়া ধরেছে এক মহিলা স্কুটি চালককে। সরকারি মতে হাজার টাকা ফাইন। সার্জেন্ট সাহেব অনেকক্ষন মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। পরে কোনো কথা না বলে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু কেনো অন্য এক সার্জেন্টের ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নে উনি বলেন -ওকে দেখতে আমার ছোট বোনের মত। ও নেই। আমার এই বোনটা না হয় আজ আমরা থেকে ফাইন নাই বা খেলো, কি এলগেলো ! আর হয়তবা মনে মনে ভাবলেন আমার নিজের বোনটা না থাকাটাই তো ফাইন। ভাবুন একবার আইন রক্ষকদেরও কিছু ক্ষেত্রে কত আবেগ! আসছি আরেকটি ঘটনায়। ছয় ভাইবোনেই বাইরে থাকেন। তবে ভাইফোঁটার দিন মিলিত হন। স্মৃতিগুলো সব উঁকি মারে আবেগে। একে অপরে বহু কথা,হৈ হুল্লোর হয় যার মূল সুর - ভাগ্যিস বাঙালি হয়ে জন্মেছিলাম! কবি আবারও লিখে বসলেন -

কত আবেগ জড়িয়ে আমার ভাইফোঁটায়
যতদূর মনে পরে ততদূর বলা যায় ...!

কবির কতদুর মনে পরে জানি না ,তবে এটা বুঝি কবি আসলে বাঙালি আবেগই বেড়ে ওটা এক দিব্য সময়।

এমন কোনো ভালোবাসা নেই যেখানে বাঙালির আবেগ নেই। সে মানব বন্ধন হোক বা মাঠের মহসিনে। বাঙালি সব সময় তৈরি। মাঠের লড়াইয়ে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে রাজি নন বাঙালি। লড়াই তৈরি। ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান। মানে ইলিশ না চিংড়ি। মানে ঘটি না বাঙ্গাল। লড়াই শেষ হলে জানবেন -- আসলে ভালোবাসা। এই হলো বাঙালিয়ানা আবেগ। এই আবেগ কে ধরে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাঙালি তা পেরেছে। আর পেরেছে বলেই বাঙালি আজ সমস্ত জাতীয় থেকে সম্মান আদায় করে নিয়েছে। আর বাঙালির আবেগ আছে বলেই তো সেটা সম্ভব। আমদের আবেগ আমাদের সম্পদ। আমাদের আবেগ আমাদের সম্মান। আমদের আবেগ আমাদের অহঙ্কার। আমরা মনে বাঁচি, আমরা মর্মে বাঁচি। আমরা ধর্মে বাঁচি, আমরা উৎসবে বাঁচি। আমরা বিবেকে বাঁচি, আমরা হৃদয়ে বাঁচি। আমাদের সব সভ্যতা আমদের সংস্কৃতি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এমন ফ্রেন্ডলী মানুষ আছে আর কোথাও! আমাদের একজন মহানায়ক (উত্তম কুমার) বা একজন দাদমনি (অশোক কুমার) চলচ্চিত্র চেনায়। একজন কিশোর কুমার সঙ্গীত চেনায়। একজন গোষ্টপাল বা পি কে খেলার আসর চেনায়। আরো কত কত কত। কি সাহিত্য কি সংস্কৃতি কি রাজনীতি সর্বত্র বাঙালি বিরাজমান। এখানে কারা বলতে গেলে একটা প্রবন্ধে তা বলা সম্ভব নয়। যার গোড়ায় রয়েছে বাঙালির তীক্ষ্ম বুদ্ধি, সৎ নিষ্ঠা ও অবশ্যই আবেগ। যা দেখা হয় না। কিন্তু অনুভূতিতে সর্বদায়- ই সবল। এই ভাবাবেগ বাঙালি লালন পালন করে অতি যত্নে। অনেকদিন পরে দেখা হওয়া মানুষটার জন্যে কবি লিখলেন -

তোমার সঙ্গে দেখা হবে সে তো জানা কথাই
তোমার সঙ্গে আমার দেখা মলিন বেদনায়!
কি মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

আনন্দকথা

হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেল। আমি আর কয়টি লোক জাহাজে উঠেছি; এমন সময় সেই অকূল সমুদ্রের উপর দিয়ে এক ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কেমন করে যাচ্ছেন?" ব্রাহ্মণটি একটু হেসে বললেন, "এখানে কোন কষ্ট নাই; জলের নিচে বরাবর সাঁকো আছে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বললে, "ভবানীপুর যাচ্ছি।" আমি বললাম, "একটু দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার এ-কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!

ভক্ত — ব্রাহ্মণটি বললেন, "আমার এখন তাড়াতাড়ি; তোমার নামতে দেরি! এখন আসি। এই পথ দেখে রাখ, তুমি তারপর এস।"

শ্রীরামকৃষ্ণ — আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে ! তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।

রাত একারটা হইয়াছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া শয়ন করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দেখিতেছেন যে, প্রভাত হইয়াছে (১৭ই অক্টোবর, ১৮৮২; ১লা কার্তিক,

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঝাড়গ্রামে জুনিয়র চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, উদ্ধার নোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আরজি কর কাণ্ডের আবহে বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রামের একটি লজ থেকে এক জুনিয়র চিকিৎসকের অচৈতন্য দেহ উদ্ধার হয়। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মৃত চিকিৎসকের নাম দীপ্র ভট্টাচার্য।

ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অ্যানাস্থাসিয়া বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি ঝাড়গ্রামের একটি লজে থাকতেন। অন্যান্য দিনের মতো বুধবার রাতে তিনি লজে তার রুমে ঘুমোতে যান। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ফোন করতে থাকেন। চিকিৎসক দীপ্র ভট্টাচার্য দীর্ঘক্ষণ ফোন না ধরায় হাসপাতালে ফোন করেন তাঁর স্ত্রী। এরপর সহকর্মীরা লজে গিয়ে দেখেন ভেতর থেকে তালা বন্ধ করা রয়েছে। বারবার ডাক দেওয়া সত্ত্বেও কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বিছানার ওপর পড়ে থাকা তার ওই অচৈতন্য দেহ উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বিছানার পাশে একটি সিরিঞ্জ ও একটি নোট পাওয়া গিয়েছে। বুধবার রাতে ওই চিকিৎসক তাঁর রুমে একা ছিলেন, নাকি আরও কেউ তাঁর সঙ্গে রাত পর্যন্ত ছিলেন, সেসব খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই লজের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় রাজ্যের চিকিৎসক মহলে এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পাকা রাস্তা, পানীয়ের সুব্যবস্থা নেই, বেনিয়ম আইসিডিএস কেন্দ্রে

ভোট বয়কটের ডাক, ভোটার স্লিপ না নিয়ে বিএলওকে ফেরালেন গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামের ভেতর রাস্তার সামান্য অংশ কংক্রিটের তৈরি হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে। কিন্তু গ্রামে পৌঁছনোর জন্য যে কাঁচা রাস্তা রয়েছে তার অবস্থা বেহাল। গ্রামে পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। নামকেওয়াস্তে গ্রামে আইসিডিএস চললেও ওই কেন্দ্রে চলে চূড়ান্ত বেনিয়ম। বারবার বিষয়গুলি প্রশাসনের নজরে এনেও লাভ হয়নি। এবার উপ নির্বাচনের আগে তাই ভোট বয়কটের ডাক দিলেন বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের বোড়দা গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীরা এতটাই ক্ষুব্ধ যে নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিএলও গ্রামবাসীদের ভোটার স্লিপ দিতে গেলে তা না নিয়ে বিএলও কে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের হাড়মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বোড়দা গ্রাম যেন এক নেই রাজ্য। গ্রামের ভেতরের রাস্তার সামান্য অংশ পাকা হলেও এই গ্রামে যাওয়ার জন্য কিলোমিটার তিনেক রাস্তার অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। এই বেহাল রাস্তা পেরিয়ে গ্রামে যেতে চায় না কোনো অ্যাম্বুল্যান্স, দমকলের ইঞ্জিন। গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে কুলডিহা গ্রামের বুথে ভোট দিতে যান গ্রামের মানুষ। বোড়দা থেকে কুলডিহা গ্রামের বুথে যেতে হলে ঝোপঝাড় সরিয়ে গ্রামবাসীদের যেতে হয়। চন্দ্রবোড়ার উৎপাতে যে রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই রীতিমতো দুঃসাধ্য।

গ্রামে পানীয় জলের পাইপ লাইন পৌঁছলেও সেই পাইপ লাইনে জলের সংযোগ করা হয়নি। গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহের জন্য ৪টি টিউবওয়েল থাকলেও ১টি টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করা যায়। ওই ১টি টিউবওয়েল গ্রামের একশো পরিবারের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় পানীয় জলের চাহিদা পূরণ করতে গ্রামের মানুষকে নির্ভর করতে হয় পার্শ্ববর্তী নদীর জলের ওপর। স্থানীয় আইসিডিএস কেন্দ্রের খাবারের মান নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে গ্রামবাসীদের। গ্রামের মানুষ পাননি আবাস প্রকল্প সহ অন্যান্য প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাও। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসন গ্রামের এই অবস্থার কথা জানেন না তেমন নয়।

কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি, বোড়দা গ্রামের মানুষের সমস্যাগুলি সমাধানে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। আগামী ১৩ নভেম্বর বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। সেই উপনির্বাচনের আগে বোড়দা গ্রামের মানুষ এবার ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সমস্যাগুলির সমাধান না হলে তাঁরা কোনও ভাবেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন না বলে শপথ নিয়েছেন এই গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের মানুষের ক্ষোভ এতটাই যে স্থানীয় বিএলও এদিন গ্রামে ভোটার স্লিপ বিতরণ করতে গেলে তাঁকেও ফিরিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। এবার কি টনক নড়বে প্রশাসনের? গ্রামের মানুষের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে প্রশাসন? নাকি অন্যান্য বারের মতো এবারও গ্রামবাসীদের শুধুই মিলবে প্রশাসনিক আশ্বাস? তবে গ্রামবাসীরা বলছেন এবার আর শুধু শুকনো প্রতিশ্রুতিতে চিঁড়ে ভিজবে না।

গাড়ির নম্বর প্লেট রিডার ক্যামেরা বাগনান থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: গাড়ির নম্বর প্লেট রিডার ক্যামেরা বসানো হল বাগনান থানা এলাকার শেষ প্রান্তে। বৃহস্পতিবার থেকে চালু হল ক্যামেরাগুলি। জানা গিয়েছে বাগনান থানা কর্তৃপক্ষ ১৬ নং জাতীয় সড়কে যানবাহন জনিত বিআইনী কার্যকলাপ রুখতে এই ব্যবস্থা নিয়েছে। কলকাতা ও কোলাঘাট বাউন্ডে দু'টি সংক্রিয় ক্যামেরা পথ দুর্ঘটনাজনিত অপরাধীদের চিহ্নিত করতে বিশেষ সহায়ক হবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙালিয়ার উদ্যোগে বাগনান থানার আই সি অভিজিৎ দাস বিশেষ এই দু'টি ক্যামেরা লাগালেন। উল্লেখ্য, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে এই ক্যামেরাগুলি চালু করায় আন্তঃরাজ্য পাচার চক্র চিহ্নিত করা সহজ হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বছর খানেক আগে বরুন্দায় পুলিশের আরটি গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল একটি ট্রাক। মৃত্যু হয়েছিল পুলিশ কর্মীর। এই ধরনের ক্যামেরা লাগানোয় সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে ট্রাফিক আইন না মানা যানবাহনগুলিকে।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৫.১১.২০১২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	L22219WB2012PLC188312
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	অফিস নং ১২, ব্লক এ৩, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন, প্রেমিসেস নং ১০৬ কাউস ঘাট রোড, শিবপুর, এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৬ হাওড়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭১১১০২
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	০৫.১১.২০২৪ (সিআইআরপি শুরু হবে ০৫.১১.২০২৪, আইআরপি কর্তৃক ০৬.১১.২০২৪ তারিখে নির্দেশ গৃহীত)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০৪.০৫.২০২৫ (০৫.১১.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর মতে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	দীপক সারুপারিয়া (আইআরপি) IBBI/IPA-001/IP-P00660/2017-2018/11689
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২১০, হাবটাউন ভিভা, অফ. ডব্লিউই হাইওয়ে, শঙ্করওয়াদির নিকট, যোগেশওয়ারি (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৬০, এমএইচ ইমেল আইডি : dsaruparia@hotmail.com
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	২১০, হাবটাউন ভিভা, অফ. ডব্লিউই হাইওয়ে, শঙ্করওয়াদির নিকট, যোগেশওয়ারি (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৬০, এমএইচ ইমেল আইডি : Spicyentertainment.cirp@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৯.১১.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ০৫.১১.২০২৪ তারিখে (আইআরপি কর্তৃক ০৬.১১.২০২৪ তারিখে নির্দেশ গৃহীত)

স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৯.১১.২০২৪ তারিখের পূর্বে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন। আপনারা সংশ্লিষ্ট ফর্ম আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/en/home/downloads থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

দীপক সারুপারিয়া
স্পাইসি এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00660/2017-2018/11689
চুক্তির অনুমোদনের বৈধতা ১১.০১.২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ০৮.১১.২০২৪
স্থান : মুম্বই

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি -sanghamitra.gutpa@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৫.১১.২০২৪
নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তি/সম্পদসমূহের বিস্তারিত	
১	**ঋণগ্রহীতা /ইউনিট : সুব্রত সরদার** পিতা অশ্বিনী কুমার সরদার, ৮৩, শিবপুর রোড,৪র্থতল, মন্দিরতলা, শিবপুর, হাওড়া : ৭১১১০২ **এবং ধারসা মিহিরলাল খান ইনস্টিটিউশন,** পো : জিআইপি কলোনি,থানা : জগাছা, হাওড়া : ৭১১১১৪।	**১৯,৪৩,৪৮৫.২৮ টাকা (উনিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার চারশ পঁচাশি টাকা এবং আঠাশ পয়সা)** ৩১.০১.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পিছনের অংশে চতুর্থতলে, পরিমাণ এরিয়া ৬২৪ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ২ রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং এরিয়া, ১ কিচেন, ১ বাথ তথা প্রিভি, ১ বারান্দা, মোজাইক মেঝে সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের সুবিধা সহ অবস্থিত ভবনে প্রেমিসেস নং ৮৩,শিবপুর রোড, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন :৭১১১০৪, ওয়ার্ড নং ৩২ হাওড়া পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**সংরক্ষিত মূল্য** ১৮,০২,০০০.০০ টাকা **ইএমডি ১০ শতাংশ** ১,৮০,২০০.০০ টাকা **ডাক বর্ধিত পরিমাণ** ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ১৮.১১.২০২৪ **যোগাযোগ ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে https://ebkray.in

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৮.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই, এইচএলসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
রিজেন্ট স্টার মল, ৫ম তল, ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া,
হুগলি, পিন - ৭১২২৩২, ফোন - ০৩৩ ২৬৯৪৬৬৫৬ ই-মেল - sbi.64100@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা, ফোন নং এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**দীপক কুমার শ্রীবাস্তব এবং খুসবু শ্রীবাস্তব,** ফ্ল্যাট বি-২, তিনতলা, গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৫ নন্দনকানন, পো:হিন্দমোটর,থানা :উত্তরপাড়া, হুগলি- ৭১২২৩৩, ফোন : ৯০৩৮০১১৯৫৯,৮৫৮৪৯৬৬৯৬১ এবং **আরও ঠিকানা :** ৯৩, শৈলেন ধর রোড, পো :লিলুয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১২০৪। **শাখার নাম : এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া।**	**তপশিল 'সি' অংশ -১** (নথিতে উল্লিখিত (তপশিল 'বি') মতে অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন চলতি সম্পদ মজুত, বুক ডেটস,আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি সহ, উল্লেখ করুন। **নেই** **অংশ -২** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-২, তিনতলায় চারতলা (জি-৩) তলা **"গণেশ অ্যাপার্টমেন্ট"** নামে ভবনে ,অবস্থিত,পুরসভা হোল্ডিং নং ২৫ নন্দনকানন, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৩ অধীন, পো:হিন্দমোটর,থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি : ৭১২২৩৩। **উক্ত ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** সকলের জন্য খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং বি-১; **পূর্বে :** সিঁড়ি এবং লবি, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং বি-৩; **পশ্চিমে :** পুর সড়ক এবং সাধারণ খোলা জায়গা। **সম্পত্তি শ্রী দীপক কুমার শ্রীবাস্তব এবং শ্রীমতি খুসবু শ্রীবাস্তব এর নামে , উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০৩৮৩৬-২০২০ সালের, ভলুম নং ০৬২১-২০২০,পৃষ্ঠা ১৪১৯০৯ থেকে ১৪১৯৪৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা :হুগলি।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৫.০৯.২০২৪ এনপিএ তারিখ ৩০.০৩.২০২৪	হাউজ বিল্ডিং নং এ/সি নং ৩৯৮৪৩০৫১৯২৪ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৯৮৪৩০২৫০১৯ এবং ৪১৮৯৯৪৮৪২৩২ (ইনস্টা টপ আপ) ২০,৩১,৪৭৯ টাকা (কুড়ি লাখ একত্রিশ হাজার চারশ উনআশি টাকা) ০৫.০৯.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৪
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

সমবায় সমিতির সমূহের সহ- নিয়ামক, নদীয়া রেঞ্জ, মহাশয়ের আদেশ নং ১৩১৬ তারিখ ১৮/০৯/২০২৪, অত্র **মহাপ্রভু সার্ভিস কোঃঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড** এর সহকারী নির্বাচন আধিকারিক (A.R.O) বলে বলীয়ান হইয়া আমি রমেন সরকার সমবায় পরিদর্শক **মহাপ্রভু সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড** এর সভ্য ও সভ্যাগনকে **মহাপ্রভু সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর পরিচালকমণ্ডলীর** নির্বাচনের উদ্দেশ্যে খসড়া ভোটার তালিকা আগামী ইং 11/11/2024 তারিখে প্রকাশ করা হইবে সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে।

* উক্ত তালিকা সম্পর্কে সংযোজন, সংশোধন এবং আপত্তি জানানো যাইবে ইং 13/11/2024 তারিখ হইতে 19/11/2024 (ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১.০০ টা হইতে ৩.০০ টে পর্যন্ত সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে।

* উক্ত আপত্তি সম্পর্কে শুনানী হইবে ইং 25/11/2024 তারিখ বেলা ১২.০০ টা হইতে ৩.০০ টা পর্যন্ত সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে ।

* চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবে ইং 27/11/2024 তারিখ সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে বেলা ২.০০ ঘটিকায় ।

A.R.O
MAHAPRABHU SERVICE
CO-OPERATIVE SOCIETY LTD
Date- 30/10/24

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার, রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - II এর নিকট, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক এ
৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া
পো - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, রাজারহাট অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের প্রতীকী দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, রাজারহাট** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী জয়ন্ত গোলদার** পিতা শ্রী খোকন গোলদার মাঝেরপাড়া বিষ্ণুপুর কলকাতা - ৭০০১৩৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি৩, ১ম তল, ১৩১/এ বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং - ০২, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ আরও ঠিকানা -মেসার্স ম্যাকাউ ইন্টারন্যাশনাল, বারাসত - ১, ইছাপুর নীলগঞ্জ কলকাতা - ৭০০১২১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি৩, একতলায়, উত্তর পশ্চিম দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৫০ বর্গফুট কমবেশি তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা এবং মার্বেল মেঝে, এবং লিফট সুবিধা সহ উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত মোট বাস্তু জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গৌরী, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ৩৫৪, এলআর দাগ নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২০ এবং ৩৩২১, অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১৩১/এ, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দম দম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা, এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩৯৪৩ থেকে ৩৭৩৯৭০, দলিল নং ১৫০৬১২৯২২-২০২৩ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জয়ন্ত গোলদার, পিতা শ্রী খোকন গোলদার, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সোনাই খাল, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ পল্লি, **পূর্বে :** জীতেন ব্যাপারি, ভীমসেন মল্লিক এবং বঙ্কিম মল্লিকের ভবন, **পশ্চিমে :** বিপ্রদাস হালদারের সম্পত্তি।	১) ২৩.০৮.২০২৪ ২) ০৫.১১.২০২৪ ৩) ৩৪,৩১,২৩৩.০০ **টাকা** (চৌত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার দুশো তেত্রিশ টাকা) ২৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়-এর তারিখ পর্যন্ত
২.	**শ্রী জয়ন্ত গোলদার** পিতা শ্রী খোকন গোলদার মাঝেরপাড়া বিষ্ণুপুর কলকাতা - ৭০০১৩৫ **এবং** ফ্ল্যাট নং জি৩, ১ম তল, ১৩১/এ বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং - ০২, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ আরও ঠিকানা -মেসার্স ম্যাকাউ ইন্টারন্যাশনাল, বারাসত - ১, ইছাপুর নীলগঞ্জ কলকাতা - ৭০০১২১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বসাসের ফ্ল্যাট নং জি২, একতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিযা ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক বারান্দা মার্বেল মেঝে সহ এবং লিফট সুবিধা উক্ত ভবনে যথাযথভাবে নির্মিত মোট বাস্তু জমি এরিয়া ৫ কাঠা ৩ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি জি-৪ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : গৌরী, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪ তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ৩৩৫, খতিয়ান নং ৩৫৪, এলআর দাগ নং ৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩২০ এবং ৩৩২১, অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১৩১/এ, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, দম দম থানা অধীন, স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অন্যান্য সুবিধা, এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩৯১৫ থেকে ৩৭৩৯৪২, দলিল নং ১৫০৬১২৯২১-২০২৩ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী জয়ন্ত গোলদার, পিতা শ্রী খোকন গোলদার, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সোনাই খাল, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ পল্লি, **পূর্বে :** জীতেন ব্যাপারি, ভীমসেন মল্লিক এবং বঙ্কিম মল্লিকের ভবন, **পশ্চিমে :** বিপ্রদাস হালদারের সম্পত্তি।	১) ২৩.০৮.২০২৪ ২) ০৫.১১.২০২৪ ৩) ৩১,০৩,০১৯.০০ **টাকা** (একত্রিশ লাখ তিন হাজার উনিশ টাকা) ২৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়-এর তারিখ পর্যন্ত
৩.	**শ্রী সজল শূর,** পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র শূর, অশোক নগর,পো :মানিকতলা, রামকৃষ্ণপল্লি,পিন : ৭৪৩২৬৩ এবং ৬২/৫, বিল্ডিং মোড়, অশোক নগর প্লাজা, পিন : ৭৪৩২২২,আর ও ঠিকানা: ৪১, আলিপুর রোড, কলকাতা : ৭০০০২৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (টাইলস মেঝে) ফ্ল্যাট নং 'সি', পরিমাণ এরিয়া ৭৬৮ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, পঞ্চমতলে,উত্তর দিকে বহুতল **"অশোকনগর প্লাজা"** জনপ্রিয় ভবনে,নির্মিত মোট জমির পরিমাণ কমবেশি ৫ কাঠা ৮ ছটাক, এলওপি ২৮৮/৫, পিএল যা ৫ ছটাক জমির বর্তমান ব্যবহার ৪ ফুট চওড়া চলার পথ দক্ষিণ দিকে উক্ত প্লটের বর্তমানে পরিমাণ প্লট এলওপি ২৮৮/৫পিএল - ৫ কাঠা ৩ ছটাক জমি এবং অন্যান্য প্লট জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১৩ ছটাক প্লট জমি ৫ কাঠা ৮ ছটাক থেকে এলওপি নং ২৮৮এ/৫পিএল অর্থাৎ মোট জমি এরিয়া (৫ কাঠা ৩ ছটাক এলওপি নং ২৮৮/৫পিএল - ১ কাঠা ১৩ ছাটাক এলওপি নং ২৮৮এ/৫পিএল) মোট ৭ কাঠা জমি এবং তদস্থিত ৫০০ বর্গফুট একতলা পাকা বসবাসের ভবন , অবস্থিত মৌজা : তবাবেড়িয়া,জেএল নং ৭১, এলআর দাগ নং ১১২১, সিএস এবং আরএস দাগ নং ১৬৯(অংশ),এলআর খতিয়ান নং ৯১২, ৯১৩, ৯১৪ এবং ৯১১, এলওপি নং ২৮৮/৫পিএলএবং ২৮৮এ/৫পিএল,এডিএসআরও গুমা,অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা অধিক্ষেত্রে,হোল্ডিং নং ১৭/২৪৯/৬৭, মিউনিসিপাল রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, থানা:অশোকনগর,জেলা:উত্তর ২৪ পরগনা এবং সকল ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৮৩৪০ থেকে ১৩৮৩৮৬, দলিল নং ১৫০১০৫০৮৮-২০১৮ সালের। **সম্পত্তি শ্রী সজল শূর, পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র শূর এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** এলওপি ২৮৭, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট চওড়া চলার পথ এবং এলওপি নং২৮৯, **পূর্বে :** অবশিষ্ট জমি এলওপি নং ২৮৮এ/৫পিএল, **পশ্চিমে :** ৩৫ ফুট চওড়া পুর সড়ক।	১) ২৮.০৮.২০২৪ ২) ০৫.১১.২০২৪ ৩) ১৪,৭৯,০৫৪.৩১ **টাকা** (চোদ্দ লাখ উনআশি হাজার চুয়ান্ন টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) ২৩.০৮.২০২৪ অনুযায়ী অধার্য সুদ সহ পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়-এর তারিখ পর্যন্ত

তারিখ : ০৫.১১.২০২৪
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AGI GREENPAC

SOMANY IMPRESA GROUP

EBITDA
20%YoY
₹166 Cr.

PAT
28%YoY
₹72 Cr.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2024

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Consolidated: 3 months ended 30 September 2024	Consolidated: Year to date figures for current period ended 30 September 2024	Standalone: 3 months ended 30 September 2024	Standalone: Corresponding 3 months ended 30 September 2023	Standalone: Year to date figures for current period ended 30 September 2024	Standalone: Year to date figures for corresponding period ended 30 September 2023	Standalone: Year ended 31 March 2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations	599.18	1,165.51	599.18	614.87	1,165.51	1,172.58	2,417.60
2	Net profit from ordinary activities before tax	95.79	180.18	95.80	74.45	180.19	159.77	339.93
3	Net profit from ordinary activities after tax	72.07	135.30	72.08	56.14	135.31	119.63	251.33
4	Net profit for the period after tax (after exceptional/ extraordinary items)	72.07	135.30	72.08	56.14	135.31	119.63	251.33
5	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.01)	(0.19)	(0.02)	(10.95)
6	Total comprehensive income	71.98	135.11	71.99	56.13	135.12	119.61	240.38
7	Equity share capital	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94	12.94
8	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	1,552.59
9	Earning per share (before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)							
	(a) Basic (₹)	11.14	20.91	11.14	8.68	20.91	18.49	38.85
	(b) Diluted (₹)	11.14	20.91	11.14	8.68	20.91	18.49	38.85

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 7 November 2024.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended 30 September 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30 September 2024 are available on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.agigreenpac.com".

Place : Hyderabad
Date : 7 November 2024

Sandip Somany
Chairman and Managing Director

AGI GREENPAC LIMITED
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel: 033-22487407/5668
Website: www.agigreenpac.com | Email: agiinvestors@agigreenpac.com | CIN : L51433WB1960PLC024539

স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কারের নামে ফান্ডের টাকা তোলায় অভিযুক্ত বিজেপি প্রধান, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্যা কবলিত ভুতনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার করার নামে ৪৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ দেখান। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার এক বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মণ্ডল বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে সরকারি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পালটা দাবি করেছেন দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের প্রধান শক্তি মণ্ডল।

ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিককে দেওয়া অভিযোগ পত্র থেকে জানা গিয়েছে, গত একমাসেরও বেশি সময় ধরে ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকাটি গঙ্গার নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। সেই সময় ভূতনি দিয়াড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পুরোপুরি জলে ডুবে যায়। সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, নার্সেরা ভুতনি বাঁধের কাছে একটি প্রতীক্ষালয়ে অস্থায়ীভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালান। এখন এই এলাকা থেকে নদীর জল নেমে গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোংরা, আবর্জনা জমে থাকার কারণেই সেটি পরিষ্কার করার অজুহাত দেখিয়েই বিজেপি পরিচালিত দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সরকারি বরাদ্দ ৪৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এমনই অভিযোগ মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে জমা পড়েছে।

এদিকে দক্ষিণ চণ্ডীপুর এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'আমরা যখনই জানতে পারি পঞ্চায়েত প্রধান ভুতনি দিয়ারা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচ্ছন্নতার নাম করে সরকারি ফান্ডের ৪৫ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে। তখনই এর প্রতিবাদ জানিয়ে জেলাশাসকের কাছে নালিশ জানানো হয়। পাশাপাশি ওই প্রধানের এমন অনৈতিক কাজেরও প্রতিবাদ জানিয়েছি।'

মানিকচকের বিএমওএইচ ড. রাজেশ সাহা বলেন, 'ভুতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আমরা নিজেরাই পরিষ্কারের কাজ করেছি। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও রকম পরিছন্নতার কাজ করা হয়নি। হাসপাতালে নিজস্ব ফান্ডের টাকাতেই ভুতনির দিয়ারা প্রাথমিক কেন্দ্রের নতুন ভাবে সাফাই এবং পরিচ্ছন্নতা করা হয়েছে।' যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের প্রধান শক্তি মণ্ডল বলেন, 'বন্যার সময় হাসপাতালের সাফাই করতে বেশ কিছু খরচ হয়েছিল। সেটা পঞ্চায়েত করেছিল। তার দরুণ এই টাকাটি নেওয়া হয়েছে। বন্যার পরে ভুতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার করার নামে কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। যে অভিযোগ উঠেছে তা ভিত্তিহীন।'

নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিক, থানা অভিযোগ না নেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কেরল থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে নিজের বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হলেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। নিখোঁজের খবরে উদ্বিগ্ন পরিবার সহ গ্রামবাসী। মোবাইলের সুইচ অফ হয়ে থাকায় ১২ দিন ধরে তাঁর কোনও সন্ধান পাচ্ছেন না পরিজনরা। পূর্বস্থলী থানার পুলিশ কোনও অভিযোগ নিতে চাইছে না বলে অভিযোগ। লিখিত অভিযোগ নেয়নি জিআরপিও। এদিকে দীর্ঘদিন বাড়ি না ফেরায় পরিবার পরিজনের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যায়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ বছর পঞ্চান্নর আব্দুল কারিকর পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের নতুন বাজারপাড়ার বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী সহ এক ছেলে এক মেয়ে রয়েছে বাড়িতে। অত্যন্ত দুস্থ পরিবার। বেশ কয়েক বছর আগে মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন।

এলাকায় কাজকর্ম না থাকায় শ্রমিকের কাজে কেরলে গিয়েছিলেন আব্দুল কারিকর। সেখানে কোটেন থানা এলাকার লালিয়াঘরিতে কাজ করতেন। গত ২৭ অক্টোবর বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে কোটেন রেলস্টেশন থেকে গুরুদেব এক্সপ্রেসে ওঠেন। যদিও তার শ্লীপার কোচের টিকিট কনফার্ম না হওয়ায় সেকেন্ড ক্লাসে চেপে বসেন। তারপর থেকে মোবাইলে তিনবার স্ত্রী তারা বিবির সঙ্গে বাড়ি ফেরার বিষয়ে কথাও হয়। এরপর থেকে নাকি আব্দুলের মোবাইলের সুইচ অফ হয়ে যায়। কোনও ভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না পরিবার পরিজনরা। আর এতেই পরিজনের আশঙ্কা, সম্ভবত মেরে ফেলা হয়েছে আব্দুলকে, অথবা কেউ তাঁকে কোথাও আটকে রেখেছে। স্ত্রী তারা বিবির দাবি, ওর কাছে মোবাইল, অরিজিনাল আধার কার্ড আছে। সেই সূত্র ধরে তাদের সঙ্গে কারও যোগাযোগ করা সম্ভব হতে পারে। খারাপ খবরেরই আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় কড়া নিরাপত্তা-ড্রোন-সিসি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর জগৎজুড়ে নাম। এই পুজোয় এবার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ইতিমধ্যে বুধবার বিকাল থেকে চন্দননগর জুড়ে নো এন্ট্রি জোন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবার চন্দননগরের আটটি পুজোর ও ভদ্রেশ্বরে দু'টি পুজোর উদ্বোধন করেন। নিয়োগী বাগান সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে চন্দননগরে পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

এই সম্মেলনে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বলেন, 'এই শহরে চাকরি জীবনের প্রথম পোস্টিং এখানে হয় এসডিপিও হিসাবে। আমি এই গঙ্গার ধারে হাটাহাটি করতাম এই শহরকে আমি মনে রেখেছি আপনারা সবাই ভালো ভাবে পুজো দেখুন। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে।' মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'পুজোর চার দিন আমি এখানেই থাকব। এবার এখানে অতিথি নিবাস চালু করা হয়েছে সবাই শান্তিতে পুজো দেখুন, আমি আগেও এখানে ছিলাম।'

পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি বলেন, 'পুজোয় থাকছে কঠোর নিরাপত্তা পুরো শহরকে সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। আগে ছিল ১০০ সিসি ক্যামেরা, এবার ৩০০ সিসি ক্যামেরা থাকছে ওপর থেকে দু'টি ড্রোন নজরদারি করবে। দুপুর তিনটে থেকে পরের দিন

সকাল ছ'টা পর্যন্ত নো এন্ট্রি থাকবে। দিল্লি রোড ও জিটি রোড ঢোকার মুখে থাকছে মহিলা পুলিশের উইনারস টিম। এছাড়া ই সাইকেল মহিলা পুলিশ টিম সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ টিম থাকছে, মোবাইল ভ্যান টহল দেবে গঙ্গায়, থাকছে টহলদারি পুলিশের লঞ্চ সহ যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ ছাড়া শিশুদের জন্য থাকছে পরিচিতিপত্র বাসিন্দাদের জন্য এন্ট্রি পাস থাকছে।' এদিন গাইডম্যাপ প্রকাশ করা হয়।

চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, 'দর্শনার্থীদের জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। পানীয় জল, মেডিকেল ক্যাম্প, সব থাকছে। চন্দননগর স্টেশনেও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোরদার করা হয়েছে।' বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার চন্দননগরে এসে কয়েকটি পূজার উদ্বোধন করেন।

ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: ধার দেওয়া টাকা ফেরত চাওয়াতেই কি খুন? সিঙ্গুরের মহম্মদপুরে ব্যবসায়ী খুনে উঠছে এমনই প্রশ্ন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সোমনাথ মাইতি (৩২)। বাড়ি দিয়ারা মালিক পাড়া এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে সিঙ্গুরের হরিহরপুর বাজারে নিজের ফটো স্টুডিও থেকে স্কুটার নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সিঙ্গুরের বড়া ও দিয়ারার মাঝে তাঁকে কেউ বা কারা গলায় ছুরি মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পরে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিঙ্গুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে সিঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

আরও জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের সিঙ্গুরের হরিপুর বাজারে ফোটো স্টুডিও এবং ফটো এডিটিংয়ের কাজ করতেন পাশাপাশি অনলাইন পরিষেবার কাজও করতেন। বুধবার রাতে সেই স্টুডিও থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ তাঁকে খুন করা হয়েছে। মৃতের স্ত্রীর দাবি, বহু মানুষকে টাকা ধার দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। ধারের টাকা ফেরত চাওয়াতেই কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছেন। যেই খুন করে থাকুক, তাঁর যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়, দাবি মৃতের স্ত্রীর। যদিও কী কারণে তাকে খুন করা হল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত পাঠানো হয়েছে।পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বঞ্চনা ও অপপ্রচারকারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয় নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: বিজেপি বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করছে। আবাস, এনআরইজিএসের টাকা আটকে গরিব মানুষদের বঞ্চিত করেছে। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা

রটাচ্ছে। বিজেপি বাংলার উন্নয়ন মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আটকাতে চাইছে। তাই বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী দলের একনিষ্ঠ সেবক প্রয়াত হাজি শেখ নুরুল ইসলামের ছেলে শেখ রবিউল ইসলামকে ভোট দিয়ে তৃণমূলের হাত শক্ত করুন। হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে জনসভা থেকে এমনই বার্তা দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

বৃহস্পতিবার বিকেল বারাসত ২ নম্বর ব্লকের ফলতি বেলিয়াঘাটায় পঞ্চায়েতের আয়োজনে বেলিয়াঘাটা হাইস্কুল ময়দানে হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। নারায়ণ আরও বলেন, হাজি শেখ নুরুল ইসলাম জনদরদী নেতা ছিলেন। মানুষের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মানুষ তাকে ভালোবাসতেন। তাই বারবার হাড়োয়া বিধানসভা ও বসিরহাট লোকসভা থেকে বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন। তাঁর ছেলে রবিউলও বাবার মতো মানুষের হয়ে কাজ করবে। তাই বিজেপিকে ভোট দিয়ে নিজের ভোট নষ্ট না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে রবিউলকে ভোট দিয়ে জয়ী করুন।

ভদ্রেশ্বর প্রদীপ সঙ্ঘের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা।

বচসায় মার, বিষ খাইয়ে বন্দি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যু, অভিযুক্ত বিজেপির মণ্ডল সহ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের বালিডোবা গ্রামের বাসিন্দা রাজকুমার কুন্ডু। স্থানীয় কালীপুজোর উদ্যোক্তারা তাঁর পরিবারের কাছে পুজোর চাঁদা নেয়। সেই চাঁদা দিয়েও দেন রাজকুমার কুন্ডুর মা। পরিবারের কাছে উদ্যোক্তারা বাড়তি চাঁদা নিয়েছেন এই অভিযোগ তুলে গত ৫ নভেম্বর রাজকুমার কুন্ডু উদ্যোক্তাদের গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের বাসিন্দা তথা বিজেপির কোতুলপুর ৪ নম্বর মণ্ডলের সহ সভাপতি বিকাশ দে রাজকুমার কুন্ডুকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। এরপর ওই বিজেপি নেতা সহ তাঁর ৩ অনুগামী তাঁকে একটি বাড়িতে বাইরে থেকে তালাবন্দি করে রাখেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, রাজকুমার কুন্ডুকে সেই সময় বিষও খাইয়ে দেন তাঁরা। পরে বিকাশ দের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে চাবি সংগ্রহ করে রাজকুমার কুন্ডুকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখেন তাঁর মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। তড়িঘড়ি রাজকুমার কুন্ডুকে প্রথমে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বুধবার সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রাজকুমার কুন্ডুর। এরপরই রাজকুমার কুন্ডুর পরিবারের তরফে জয়পুর থানায় বিজেপি নেতা বিকাশ দে সহ মোট ৪ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার পর বিকাশ দে পালিয়ে গেলেও, জয়পুর থানার পুলিশ এই ঘটনায় দিলীপ দে নামের এক সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল, ঘটনার সাফাই মণ্ডল সভাপতি। তবে বিজেপির জেলা থেকে ব্লক সকলেই সাফাই দিতে ব্যস্ত, তবে তাঁরা জানান ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক।

ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বিল প্রত্যাহারের দাবি সিদ্দিকুল্লার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখীতে এসে ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতায় রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

ওয়াকফ বোর্ড পরিচালনাকারী আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল নিয়ে ভারতে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। একদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চায় কেন্দ্র সরকার। অন্যদিকে, সরকার বলছে, প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের লক্ষ্য হল ওয়াকফ সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার এবং মুসলিম নারী ও বঞ্চিতদের কল্যাণ। একাধিক মুসলিম সংগঠন এই বিলের তীব্র বিরোধীরা করেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের যে সমস্ত বিষয় নিয়ে তাদের আপত্তি রয়েছে সে সম্পর্কে তারা সরব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী এই প্রস্তাবিত বিল পেশ করলে তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় কেন্দ্র সরকারকে। প্রসঙ্গত, ওয়াকফ বোর্ড সারা ভারতে ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে ৮.৭ লক্ষ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, যার আনুমানিক মূল্য ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। ওয়াকফ বোর্ডই ওয়াকফের সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। মুসলিম সংগঠন বাঁকুড়া জেলা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ডাকে সোনামুখী ব্লক জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ব্যবস্থাপনায় সোনামুখী ব্লকের আমশোল ফুটবল মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও রাজ্য জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ এর সভাপতি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। সমাবেশ শেষে তিনি ওয়াকফ নিয়ে অভিযোগের আঙুল তোলেন কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে।

তিনি বলেন, 'ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রস্তাবিত বিল এনেছে, আমরা কঠোর ভাবে সেই বিলের প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। এই বিল মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মুসলমানদের জাতীয় সম্পত্তিতে হাত দিতে হবে কেন? কাশি বিশ্বনাথের সম্পত্তি আছে, মা সারদার সম্পত্তি আছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পত্তি আছে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সংগঠনের সম্পত্তি রয়েছে সে বিষয়ে কোনও কথা হয় না। সেই প্রতিবাদের একটা ঢেউ বাঁকুড়াতে শান্তিপূর্ণ ভাবে তৈরি হোক।' আজকের আলোচনায় জাতীয় সংহতি ঐক্য হল একটা জ্বলন্ত ইস্যু বললেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

হুগলি জেলার, পাণ্ডুয়া, জামগ্রাম সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো এবারে ১২ বছরে পদার্পণ করল।

খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ৩ তারিখে কাঁকসার নয়া কাঞ্চনপুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম রাজীব হাঁড়ি (রাহুল হাঁড়ি)। ধৃতকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাঁকসা থানায় এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট আইপিএস অভিষেক গুপ্তা। তিনি জানিয়েছেন, গত ৩ তারিখে কাঁকসার নয়া কাঞ্চনপুর এলাকায় ধান ক্ষেত থেকে এক ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়ার পরই কাঁকসা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি একজোড়া চপ্পল পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির নাম চন্দ্রশেখর মণ্ডল (৫৪)। মৃত ব্যক্তি নয়া কাঞ্চনপুর এলাকার বাসিন্দা।

তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাটি ২ তারিখ রাতে ঘটে। আনুমানিক সাতটা থেকে আটটা নাগাদ। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর। ঘটনার তদন্তে নেমে বেশ কিছু তথ্য প্রমান হাতে পেয়ে রাজীব হাঁড়ি নামের যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবককে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। দেহ ময়নাতন্ত্রের জন্য পাঠানো হলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও হাতে এসে পৌঁছয়নি। প্রাথমিক ভাবে তদন্ত করে পুলিশ জানতে পেরেছে ধানের ক্ষেতে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার সঙ্গে গলায় ধান গাছ পেঁচানো হয়েছিল। তবে এই বিষয়ে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই কী ভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। মৃত্যুর পেছনে কারণ সম্পর্কে জানা গিয়েছে, রাজীব হাঁড়ি নামের ধৃত ওই যুবক চন্দ্রশেখর মণ্ডলের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন কিনেছিল। পরে জানা যায় চন্দ্রশেখর মণ্ডল ওই মোবাইল ফোনটি চুরি করেছিল। যার কারণে পরে সেই মোবাইল ফোনটি ফেরত দিতে হয়। সেই মোবাইল ফোনের টাকা পয়সার বিষয়ে রাজীব হাঁড়ি চন্দ্রশেখরকে ডেকে পাঠায়। তারপরেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আদালতে আত্মসমর্পণ প্রাক্তন তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অবশেষে আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন তৃণমূল নেতা। বিচারক অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত রাকেশ শীলের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছিল। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি আইএনটিটিইউসি'র প্রাক্তন জেলা সভাপতি। কাজ দেওয়ার নামে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন ওই তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতার বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে বালুরঘাট থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার পরিবার। পকসো ধারায় রুজু হয় মামলা। এর পর থেকেই ফেরার ছিলেন অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা। বিষয়টি জানতে পেরে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে আদালত। হুলিয়া জারির সেই নোটিশ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর এলাকায় অবস্থিত ওই ব্যক্তির বাড়ির দরজায় সাঁটিয়ে দিয়ে ছিল পুলিশ। অবশেষে এদিন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তিনি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার আইনজীবী জানান, রাকেশ শীল আজ নিজে এসে আদালতের সামনে আত্মসমর্পণ করেন। বিচারক তা গ্রহণ করেছেন। বিচারক সব পক্ষের কথা শুনে রাকেশ শীলকে আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ছটঘাটে উপস্থিত সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বৃহস্পতিবার আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা জামুড়িয়া ছট ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। এদিন তিনি বলেন যে, 'মা জীবিত থাকাকালীন ৬০ বছর ধরে আমাদের বাড়িতে ছট উৎসব হয়ে আসছে। জামুড়িয়ায় এসে আমার বাড়ির কথা মনে পড়ল।' তিনি সকল ছট ভক্তদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বৃহসপতিবার আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংজামুড়িয়ায় দামোদরপুর সন্তোষী মাতা সেবা সমিতি আয়োজিত ছট ঘাটে অংশ নিয়েছিলেন।

নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেপ্তার প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: হাসনাবাদে দশম শ্রেণি নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে পকসো আইনে গ্রেপ্তার প্রৌঢ়কে আদালতে পেশ করা হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদ থানার হাসনাবাদ এলাকায় বাড়ি ওই দশম শ্রেণীর ছাত্রীর। বুধবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে বছর ৬৭ এর পরিতোষ সরকার নামে ওই প্রৌঢ় সেই সুযোগে ঘরের মধ্যে ঢুকে জোরপূর্বক ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি ওই ছাত্রী তার বাবাকে জানায়। এরপরই হাসনাবাদ থানায় গিয়ে নির্যাতিতা ছাত্রী বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে অভিযোগের করে। অভিযোগ পাওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যেই পৌঢ়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রীতি মেনে মানব কল্যাণে ছটপুজো আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ছটপুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদ সহ অন্যান্য ঘাটে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন ছটঘাটে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। পর্যাপ্ত আলোও ব্যবস্থাও করা হয়। ছটপুজোর জন্য এদিন সকাল থেকেই আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটগুলি পরিষ্কার করে পুরসভা।

জানা গিয়েছে, পুরসভা এলাকার বেশ কয়েকটি বড় পুকুরেও বহু মানুষ এদিন বিকেল বেলা ছটপুজো করেন। এদিন বিকেল ৪.৩০ মিনিট থেকে ছটপুজোর নজরদারির জন্য প্রতিটি ঘাটেই পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করে প্রশাসন। পাশাপাশি সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরাও দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটে নজরদারি চালায়। পুরসভার তরফেও কয়েকটি ঘাটে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী এদিন বিকেল থেকে ছট ঘাটে পুজোর যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন। এদিন আরামবাগ

পুরসভা সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের ঘাটে।

সূর্য ডোবার সময় আরামবাগ শহরের বহু মানুষ ছট পুজো সারেন। উল্লেখ্য ছটপূজা হিন্দু বর্ষপঞ্জীর কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত। একটি প্রাচীন হিন্দু পার্বণ। সূর্যোপাসনার এই অনুপম লৌকিক উৎসব পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে পালিত হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এই পার্বণ প্রবাসী ভারতীয়দের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত হচ্ছে। ছটপূজা সূর্য ও তাঁর পত্নী ঊষার প্রতি সমর্পিত হয়। জানা গিয়েছে, এখানে তাকে পৃথিবীতে জীবনের স্রোত বহাল রাখার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আশীর্বাদ প্রদানের কামনা করা হয়। ছটে কোনও মূর্তি পূজা করা হয় না।

এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি বলেন, 'ছটপুজোর জন্য ঘাটের পরিস্থিতি থেকে শুরু করে পুজোপাঠের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সজাগ আছি।' প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী জানান, 'ছটপুজোতে আমরা সকলে অংশ নিই। প্রতি বছর আরামবাগ পুরসভা এই সমস্ত মানুষের পাশে থাকে। এই বছরও আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে পাশে আছি।'

এই বিষয়ে সবিতা সাউ নামে এক গৃহবধূ বলেন, সূর্য ডোবার সময় একবার সূর্যের আরাধনা করা হয় আবার পরের দিন সকালে সূর্য ওঠার সময় আরাধনা হয়। এদিন বিকালে পুজোপাঠ হয়। রমা কোনার নামে আরএক গৃহবধূ বলেন, 'আমরা ভক্তি ভরে ছট পুজো করি।এই বছরও ভক্তি ভরে রীতি মেনে পুজো হচ্ছে। আনন্দ করছি।'

‘আপসে’ মেটানো যায় না যৌন হেনস্তার মামলা

তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: যৌন হেনস্তার কোনও অভিযোগ ‘সমঝোতা’ করে বা ‘আপস’ করে মেটানো যায় না। রাজস্থানের এক মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে আপস করে নিলেই যৌন হেনস্তার মামলা থেকে মুক্তি পেতে পারে না অভিযুক্ত।

শীর্ষ আদালতে রাজস্থানের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্তার মামলার শুনানি চলছিল। ২০২২ সালের ওই মামলায় ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক দলিত নাবালিকের যৌন হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। নির্যাতিতা দলিত এবং নাবালিকা হওয়ায় মামলায় যুক্ত হয় পকসো এবং তপসিলি জাতি-উপজাতি সুরক্ষা আইনও। ওই নাবালিকার বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

এরই মধ্যে অভিযুক্ত শিক্ষক নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের দিয়ে হলফনামায় লিখিয়ে নেন, একটি ভুল বোঝাবুঝির জন্য ওই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তাঁরা আর ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে চান না। সেই হলফনামা পুলিশের কাছে জমা দেন অভিযুক্ত শিক্ষক। পুলিশ সেটা গ্রহণও করে। নিম্ন আদালত অবশ্য ওই হলফনামা খারিজ করে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। ওই শিক্ষক এবার রাজস্থান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট আবার সেই হলফনামা গ্রহণ করে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের ওই পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে আবার সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক সমাজকর্মী।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সিটি রবিকুমার এবং বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ হাইকোর্টের সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল। শীর্ষ আদালতের সাফ কথা, এভাবে আপস বা সমঝোতা করে যৌন হেনস্তার মামলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। সুপ্রিম নির্দেশে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তের রাস্তা ফের খুলে গেল।

মন্দিরে খলিস্তানি হামলা নিয়ে কানাডাকে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: মন্দিরে খলিস্তানি হামলা নিয়ে কানাডাকে কড়া বার্তা দিল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। সেদেশে যেন আইনের শাসন কায়েম হয়, সাফ এই কথা জানিয়ে দিলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখ পাত্র রণধীর জয়সওয়াল। উল্লেখ্য, ব্রাম্পটনের হিন্দু মন্দিরে খলিস্তানিদের তাণ্ডব নিয়ে উত্তপ্ত গোটা কানাডা। ইতিমধ্যেই খলিস্তানি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

গত ৩ নভেম্বর সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে টরন্টোর কাছে ব্রাম্পটনের হিন্দু সভা মন্দিরে খলিস্তানি তাণ্ডবের ভিডিও। উল্লেখ্য, ওই মন্দির চত্বরেই একটি ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাস। সেই ক্যাম্প চলাকালীন ব্যাপক তাণ্ডব শুরু করে খলিস্তানিরা। ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মারধর করছে হলুদ পতাকাধারী খলিস্তানি জঙ্গিরা। স্থানীয়দের দাবি, ঘটনাস্থলে পুলিশ থাকলেও তারা হামলাকারীদের বাধা দেয়নি। মন্দির চত্বরে তাণ্ডব চালায় খলিস্তানি জঙ্গিরা। মহিলা এবং শিশু-সহ হিন্দু পুণ্যার্থীদের বেধড়ক মারধরও করে তারা।

দীর্ঘদিন ধরেই খলিস্তানিদের মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বিরুদ্ধে। রবিবারের হামলার পর তিনি বলেন, মন্দিরে এমন হামলা মোটেই বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু হামলার পরে দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। খলিস্তানিরা হামলা চালিয়েছে, সেকথাও মানতে চায়নি স্থানীয় পুলিশ। গোটা ঘটনাকে ‘কাপুরুষোচিত হামলা’ বলে কড়া ভাষায় নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। ভারতীয় দূতাবাসের অনুষ্ঠানে কীভাবে নিরাপত্তা ভঙ্গ হল, উঠছে সেই প্রশ্নও।

এহেন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, ‘ব্রাম্পটনের মন্দিরে যেভাবে হামলা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করছি। সেই সঙ্গে কানাডার সরকারকে বার্তা, দেশে আইনের শাসন কায়েম করুন। হিংসার জেরে যেসমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের জন্য দ্রুত ন্যায়বিচার দিন।’ রণধীরের আশা, ব্রাম্পটনের মন্দিরে খলিস্তানি হামলার ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করবে কানাডা সরকার। তবে হামলার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও কাউকে গ্রেপ্তার করার খবর মেলেনি।

গুজরাতের কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

আমদাবাদ, ৭ নভেম্বর: গুজরাতের কালীমন্দিরে বিরাট চুরি। পঞ্চমহল জেলার পাভাগড় পাহাড়ের উপরে রয়েছে ওই মন্দিরটি। পুলিশ জানিয়েছে, মোট ৭৮ লক্ষ টাকার সোনার হার চুরি গিয়েছে। তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

২৮ অক্টোবর মন্দির থেকে গয়না চুরি হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। মন্দির এবং তার আশপাশের ১৫০টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। সেই ফুটেজেই দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি বাইক নিয়ে মন্দিরের সামনে ঘোরাঘুরি করছেন। এর পরই বিদুরভাই বাসব নামের ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। পুলিশ সুপার হিমাংশু সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির বাড়ি সুরাটের উমরপাড়ায়। বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতের কাছ থেকে ছটি সোনার হার উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারদর ৭৮ লক্ষ টাকারও বেশি। পুলিশকর্তা সোলাঙ্কি জানান, অভিযুক্ত নিজের বাইক নিয়ে পাভাগড় পাহাড়ের উপরে কালীমন্দিরে যান। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য মন্দিরের উপরে বায়ুচলাচলের জন্য নির্দিষ্ট বড় ভেন্টিলেটর ব্যবহার করেন। স্বভাবতই মন্দিরে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। চুরির ফলে ভবিষ্যতে কালীমন্দিরটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

ফের খুনের হুমকি বিহারের ‘বাহুবলী’ পাপ্পু যাদবকে

পাটনা, ৭ নভেম্বর: অক্টোবরের শেষের দিকে খুনের হুমকি দেওয়া হল পুর্নিয়ার ‘বাহুবলী’ সাংসদ পাপ্পু যাদবকে। বিহারের নির্দলীয় নেতাকে এবার ফের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল। তাও আটঘণ্টায় দুবার। কাঠগড়ায় ফের লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং! দাবি, বুধবার রাত ২টোয় একবার, ফের বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ফোনে অডিও বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয় পাপ্পুকে।

বাবা সিদ্দিকি হত্যাকাণ্ডের পর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন পাপ্পু। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ জানান, ‘এদের পুরো গ্যাং আমি ২৪ ঘণ্টায় শেষ করে দেব।’ আর এর পর থেকেই শুরু হয় তাঁকে হুমকি দেওয়া। গত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ফোনে তাঁকে অডিও বার্তা পাঠিয়ে জানানো হয়, তাঁর গতিবিধি নজরে রাখা হয়েছে। সলমন মামলা থেকে দূরে না থাকলে খুন করা হবে সাংসদকে। অডিও মেসেজ পাঠানো ওই ব্যক্তি দাবি করে, সে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ। একই সঙ্গে জানায়, লরেন্সের বিরুদ্ধে কোনওরকম মন্তব্য না করে পাপ্পু যেন তাঁর নিজের চরকায় তেল দেন। এটাও জানান, পাপ্পুকে তারা বড় ভাইয়ের চোখে দেখে। তার পরও যদি তিনি কথা না শোনেন সেক্ষেত্রে পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হবে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ।

হুমকির পর পাপ্পু কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানান নিরাপত্তা বৃদ্ধির। এখন তিনি ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান। কিন্তু প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দাবি করেছিলেন পাপ্পু। এবার ফের জোড়া হুমকির মুখে পড়তে হল তাঁকে। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানিয়েছেন, এবারও হোয়াটস্যাপে অডিও বার্তা পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, এই হুমকিও দেওয়া হচ্ছে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের তরফে।

সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে রায় শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার মাঝখানে যোগ্যতার মাপকাঠি বদলানো যায় না। বৃহস্পতিবার এক মামলায় এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের

নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। এক বছরের বেশি সময় ধরে এই মামলার রায় দান স্থগিত ছিল। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট ‘বার অ্যান্ড বেঞ্চ’-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, শুনানি পর্ব শেষে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে রায় দান স্থগিত রেখেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

এক দশকেরও বেশি সময় আগে রাজস্থানে সরকারি চাকরির নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে এই জটিলতা তৈরি হয়েছিল। রাজস্থান হাইকোর্টে অনুবাদকের ১৩টি শূন্যপদের জন্য নিয়োগ চলছিল। প্রথমে লেখা পরীক্ষা, তার পরে ইন্টারভিউ। ‘বার অ্যান্ড বেঞ্চ’ অনুসারে, আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। তাঁদের মধ্যে মাত্র তিন জন পাশ করেছিলেন। পরে জানা যায়, শুধুমাত্র যাঁরা ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন তাঁদেরই ওই পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু ৭৫ শতাংশ নম্বরের বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ ছিল না।

এই নিয়ে রাজস্থান হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা। কিন্তু ২০১০ সালে ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল হাইকোর্ট। পরে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হৃষিকেশ রায়, বিচারপতি পিএস নরসিংহ, বিচারপতি পঙ্কজ মিত্তল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার ওই মামলার রায় জানিয়েছে।

পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে; চাকরির জন্য আবেদন জমার বিজ্ঞপ্তি থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। তা শেষ হয় শূন্যপদ পূরণ হওয়ার পরে। এই প্রক্রিয়ার মাঝ পথে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি বদলানো যায় না। যদি পরীক্ষার নিয়মে সেটি উল্লেখ থাকে, এক মাত্র তবেই বদলানো যায়। পরীক্ষার নিয়মের ক্ষেত্রেও সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ (সাম্যের অধিকার) এবং ১৬ অনুচ্ছেদ (সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা) মেনে চলতে হবে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- **পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৬৩**,তারিখ- ০৪.১১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেন। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ নির্মাণের জন্য দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত ই-টেন্ডার/গুলি আহূত হচ্ছে। সম্ভাব্য/উপযুক্ত সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেবল ই-টেন্ডার পাঠানো যাবে; ম্যানুয়াল টেন্ডার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় কোনও অবস্থাতেই; কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই টেন্ডার গৃহীত হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্র.নং.; টেন্ডার নং; সামগ্রীর বিবরণ; পরিমাণ; শেষ তারিখ; টেন্ডার মূল্য** নিম্নোক্ত মতো; **[323]; 14242542A;** স্পেসি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৯৫/ডি অনুযায়ী মেন কম্প্রেসর এবং বিইউআর-১/২ (কন্ট্যাক্টর টাইপ - ৩) এর জন্য কন্ট্যাক্টর। ক্যাটাগরি নং এন/০/০০১৪। **[** পরিমাণ টলারেন্স (+/-); ৫ শতাংশ এজ, দফা ক্যাটাগরি : স্বাভাবিক, মোট পিও মূল্য তারতম্য অনুমোদিত : সর্বোচ্চ ৮ লাখ**] টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ০৩/১২/২৪; ০.০০। [324]; 14242720A;** স্পেসি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৩৮/এফ (সেটের বিস্তারিত সংযুক্ত) অনুযায়ী ডব্লিউএজি-৯এইচসি লোকোমোটিভের জন্য পাইপ স্যাডেলের সেট। ক্যাটাগরি নং পি/০/০০৮৮। পরিমাণ টলারেন্স (+/-); ৫ শতাংশ এজ, দফা ক্যাটাগরি : স্বাভাবিক, মোট পিও মূল্য তারতম্য অনুমোদিত : সর্বোচ্চ ৮ লাখ**] টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ২৫.১১.২০২৪;০.০০**
পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া

দিল্লিতে গণধর্ষণ, ধৃত তিন

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর: দিল্লির সরাই কালে খাঁ এলাকায় গণধর্ষণ কাণ্ডে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে এক জন ভিখারি এবং এক জন অটোচালক রয়েছেন। অন্যজন কাগজ কুড়োনোর কাজ করেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃত তিন জনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে ঘটনার দিন তাঁরা সকলেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, সরাই কালে এলাকাতেই কাগজ কুড়োনোর কাজ করেন এক অভিযু। প্রথমে তিনি তরুণীকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। ওই এলাকাতে ভিক্ষা করেন আরও এক অভিযু। রাস্তার ধারেই দিন কাটে তাঁর। ধর্ষণের ঘটনায় কাগজ কুড়োনো লোকটির সঙ্গে যোগ দেন তিনি।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযু ভিখারি আবার প্রতিবন্ধী। জেরায় তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, কাগজ কুড়োনি এবং ভিখারির সঙ্গে কিছু পরে যোগ দেন অটোচালক। তিনি ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনাটি দেখে ফেলেন। অভিযোগ, তার পরই দু’জনের সঙ্গে তিনি যোগ দেন। ঘটনাচক্রে, অটোচালক এবং ভিখারিও নেশাগ্রস্ত ছিলেন বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অটোচালক এর পর তরুণীকে নিজের অটোতে তুলে নিয়ে অন্যত্র যান। অভিযোগ, সেখানেও তরুণীকে ধর্ষণ করেন অটোচালক। তার পর রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে পালান। তিন দিন আগেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জার্মানির ক্ষমতাসীন জোট সরকার ভাঙার উপক্রম

বার্লিন, ৭ নভেম্বর: জার্মানির ক্ষমতাসীন জোট সরকার ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের একদিন পরই ইউরোপের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশটির সরকারে এ অস্থিরতা দেখা দেয়।

বুধবার সন্ধ্যায় তিন শরিক দলের সভার পর চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ জোটভুক্ত উদারপন্থী ফ্রি ডেমোক্র্যাটস দলের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডনারকে সরকার থেকে বহিষ্কার করেন। এই ঘটনার আগে জোটভুক্ত তিন দল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস, পরিবেশবাদী গ্রিনস ও ফ্রি ডেমোক্র্যাটস দলের নেতারা বাজেট সংকট থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে আড়াই ঘণ্টা আলোচনা করেন। মূলত আলোচনা হয়েছিল কীভাবে ২০২৫ সালের বাজেটের বাড়তি খরচ জোগানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত জার্মান অর্থনীতিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

সম্প্রতি ক্ষমতাসীন জোটে নতুন বাজেট এবং অর্থনৈতিক নীতির বিষয়গুলো নিয়ে বিভক্তি দেখা দেয়। চ্যান্সেলর শলৎজ বুধবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘জার্মানির ক্ষতি এড়াতে আমি অর্থমন্ত্রীকে বহিষ্কারের পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি।’ চ্যান্সেলর বলেন, ‘অর্থমন্ত্রী লিন্ডনারকে সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি সরবরাহ, চাকরির নিরাপত্তা, বিনিয়োগ বোনাস, ইউক্রেনের জন্য সমর্থন বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থমন্ত্রী লিন্ডনার কোনও সদিচ্ছার ইঙ্গিত দেননি। আমি আমাদের দেশকে তাঁর এ ধরনের আচরণের কাছে সঁপে দিতে চাইনি।’

শলৎজ বলেন, অর্থমন্ত্রী লিন্ডনার শুধু তাঁর দলের বেশির ভাগ ধনিক শ্রেণির সমর্থকের স্বার্থের বিষয়ে চিন্তা করেন। তিনি ধনীদের জন্য কর হ্রাসের প্রস্তাবসহ পেনশন ভোগকারীদের অর্থ কমাতে চেয়েছিলেন। লিন্ডনারকে বহিষ্কার করতে ইতিমধ্যে জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ারকে অনুরোধ করেছেন চ্যান্সেলর। আগামী বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে তিনি পার্লামেন্টে আস্থা ভোট করতে চান। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে আগাম ভোটের পথ সুগম হতে পারে। জার্মানিতে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর।

চ্যান্সেলর শলৎজ ঘোষণা করেছেন, এই মুহূর্তে তিনি খুব দ্রুত প্রধান বিরোধী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের নেতা ফ্রেডরিখ মার্জের সঙ্গে কথা বলবেন। জার্মানিতে জোট বেঁধে সরকার গঠনের রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জার্মানির ২০তম নির্বাচনের পর দীর্ঘ ১০ সপ্তাহ দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। পরে তিন দল জোটবদ্ধ ভাবে চার বছর সরকার চালাতে একমত হয়। সরকার গঠনের আগে জোটভুক্ত তিনটি দলই দলীয় সম্মেলন করে এ বিষয়ে সদস্যদের সম্মতি নিয়েছিল। কিন্তু চার বছর পূর্ণ না হতেই জোটে সংকট দেখা দিয়েছে।

বেজিং-ওয়াশিংটনের সম্পর্ক টেকসইয়ের আহ্বান জিন পিংয়ের

বেজিং, ৭ নভেম্বর: বেজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার সম্পর্ক স্থিতিশীল, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই করতে আমেরিকার সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট সি জিন পিং। বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের কাছে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় চিনা প্রেসিডেন্ট এ আহ্বান জানান। চিনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।

চিনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির খবরে বলা হয়, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন সি জিন পিং। বার্তায় তিনি বলেছেন, ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় থাকলে চিন ও আমেরিকা লাভবান হয়। আর দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে উভয়ই ভোগান্তির শিকার হয়।

চিন-আমেরিকার মধ্যকার স্থিতিশীল, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই সম্পর্ক উভয় দেশের অভিন্ন স্বার্থকে রক্ষা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন সি চিন পিং। তিনি মনে করেন, বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ। ট্রাম্পকে পাঠানো বার্তায় চিনা নেতা আরও বলেন, বেজিং ও ওয়াশিংটন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উভয় পক্ষের জন্য সমান লাভজনক সহযোগিতা নিশ্চিত করার মূলনীতিগুলো সমুন্নত রাখবে বলে আশা করছেন তিনি।

ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে সংলাপ, যোগাযোগ জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন সি জিন পিং। একই সঙ্গে উভয় পক্ষের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো যথাযথভাবে সমাধান করার পক্ষ মত দেন তিনি। দু’ দেশের জন্য সুবিধা বয়ে আনে, এমন সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারিত করার জন্য ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সি চিন পিং। তিনি মনে করেন, এতে উভয় দেশ তো বটেই, পুরো বিশ্বই উপকৃত হবে।

শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ ভারতের

ঢাকা, ৭ নভেম্বর: ছাত্র, জনতার আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে যাওয়া আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে ভারত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন।

রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘আমরা এখান থেকে আগেই বলেছি যে তিনি (শেখ হাসিনা) বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান এটাই।’ গত মঙ্গলবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিবৃতি দেয় আওয়ামি লিগ। ওই বিবৃতিতে শেখ হাসিনাকে ‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী’ উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গ তুলে একজন ভারতীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ভারত শেখ হাসিনাকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাকি ‘নির্বাসিত প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে বিবেচনা করছে। তার জবাবে ভারত সরকারের ওই অবস্থান তুলে ধরেন বিদেশ মন্ত্রক মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

ছাত্র, জনতার গণ, অভ্যুত্থানের মুখে ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা গণভবন ছেড়ে ভারতে চলে যান। এর পর থেকে তিনি নয়াদিল্লিতে আছেন। তবে তাঁকে কোন মর্যাদায় রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

নোটিশ

আগামী ০৭/১২/২০২৪ তারিখে সকাল ১১ টায় কেঁদারচাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির (রেজিঃ নং-১০০, তারিখ- ০৩/১০/১৯৬১) অফিসে ৯ জন (২ জন মহিলা ১ জন তপশীল জাতি/উপজাতি) পরিচালক মন্ডলি নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারন সভা ডাকা হয়েছে। সমিতির সকল সদস্য / প্রতিনিধিদের উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এত দ্বারা অত্র সমবায় সমিতির সমস্ত সদস্যদের / প্রতিনিধিদের জানানো যাচ্ছে যে নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী সমিতির পরিচালক পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সকল যোগ্য সদস্যদের / প্রতিনিধিদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচনের নির্ঘন্ট বিশদে জানার জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৬/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা
২.	খসড়া ভোটার তালিকার উপর আপত্তি গ্রহণ	০৬/১১/২০২৪ থেকে ০৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৩.	আপত্তি উপর শুনানি	১১/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা
৪.	চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	শুনানির পর
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি ও পেশ	১২/১১/২০২৪ থেকে ১৪/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৬.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১৬/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৭.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১৬/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেল ৩ টার পর
৮.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থী পদ প্রত্যহার	১৮/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৯.	চুড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৮/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	বিকেল ৩ টার পর
১০.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৯/১১/২০২৪	সমিতির অফিস	দুপুর ১২ টা
১১.	ভোট গ্রহন	০৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা
১২.	ভোট গননা	০৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পর
১৩.	ফল ঘোষনা	০৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	গণনা শেষে

বিঃ দ্র ১) সমিতির অফিসে মনোনয়ন পত্র পাওয়া যাবে। বাইরে থেকে সুনির্দিষ্ট ফরম (মনোনয়ন পত্র) জমা দিলেও হবে। ২) যিনি মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন তার আধার কার্ডের জেরক্স কপি লাগবে। ৩) সংরক্ষিত আসন অনুযায়ি মনোনয়ন পত্র জমা হবে । ৪) সমিতির মোট ৯ জন পরিচালক নির্বাচিত হবে সমিতির উপবিধি অনুযায়ী (সাধারন-৬, মহিলা-২, এস সি/ এস টি -১)। ৫) ভোট দানের সময় ভোটারদের সচিত্র পরিচয় পত্র থাকবে। দেখাতে হবে । ৬) নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনান্যা নির্দেশিকা ও তথ্য সমিতির নোটিশ বোর্ডে থাকবে।

সহকারী রিটানিং অফিসার,
কেঁদারচাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি

লেয়নডস্কির জোড়া গোল, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বড় জয় বার্সেলোনার, হার আর্সেনাল, প্যারিস সঁ জরমঁ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: থামানোই যাচ্ছে না বার্সেলোনাকে। ঘরোয়া লিগ হোক বা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, হান্সি ফ্লিকের দল কাউকেই পরোয়া করছে না। বুধবার রাতে রেড স্টার বেলগ্রেডকে হারিয়েছে ৫-২ গোলে। জোড়া গোল রবার্ট লেয়নডস্কির। একই দিনে হেরে গিয়েছে আর্সেনাল এবং প্যারিস সঁ জরমঁ। বার্সেলোনার অলিম্পিক্স স্টেডিয়ামে দুই অর্ধে দু'টি গোল করেছেন লেয়নডস্কি। ১৩ মিনিটে রাফিনহার ফ্রিকিক থেকে প্রথম গোল ইনিগো মার্তিনেসের। ২৭ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দেন বেলগ্রেডের সিলাস। বিরতির আগে প্রথম গোল লেয়নডস্কির। ৫৩ মিনিটে তিনিই ৩-১ এগিয়ে দেন বার্সাকে। এরপর রাফিনহা ও ফার্মিন লোপেস ৫-১ করেন। বেলগ্রেডের মিলসন আরও একটি গোল শোধ করেন।

বার্সেলোনার রাইট ব্যাক জুলস কুন্ডে তিনটি অ্যাসিস্ট করেছেন। জিতে খুশি লেয়নডস্কি। বলেছেন, তআবার আজ আমরা ভাল খেলেছি। গোটা ম্যাচই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাই তিন পয়েন্ট পেয়েছি। আর্সেনালের হার মিলানের সান সিরো স্টেডিয়ামে হেরে গেল আর্সেনাল। বিরতির আগে হাকান কালহানোগ্লুর পেনাল্টি থেকে এগিয়ে যায় ইন্টার। আর্সেনাল আর সমতা ফেরাতে পারেনি। ইন্টারে যোগ দেওয়ার পর ১৯টি পেনাল্টির প্রতিটিতেই গোল করেছেন কালহানোগ্লু। দ্বিতীয়ার্ধে লড়াই করেও ম্যাচে ফিরতে পারেনি আর্সেনাল।

দুই আর্জেন্টিনীয়ের যুগলবন্দি ঘরের মাঠে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ১-২ গোলে হেরেছে পিএসজি। কিলিয়ান এমবাপে চলে যাওয়ার পর থেকে ছন্দে নেই ফ্রান্সের ক্লাব। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ছন্দ খুঁজে পাচ্ছে না। ওয়ারেন জাইরে-এমেরি এগিয়ে দিয়েছিলেন পিএসজি-কে। নাহুয়েল মোলিনা সমতা ফেরান। আতলেতিকোর হয়ে জয়সূচক গোল অ্যাঞ্জেল কোরিয়ার।

অদ্ভুত পেনাল্টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়রথ থামল অ্যাস্টন ভিলার। তারা হারল ক্লাব ব্রুজের কাছে। অদ্ভুত ভাবে বিপক্ষকে পেনাল্টি দিয়ে বসে ভিলা। একটি গোল কিকের সময় ভিলার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেস ছোট পাস দিয়েছিলেন বক্সে থাকা টাইরন মিংসকে। মিংস বুঝতে পারেননি তাঁকে পাস দেওয়া হয়েছে। তিনি হাত দিয়ে বল ধরে সেটি আবার মার্তিনেসের কাছে গিয়ে বসিয়ে দেন। বিপক্ষ দল পেনাল্টির আবেদন করলে সাড়া দেন রেফারি। গোল করেন হান্স ভানাকেন। ভিলা কোচ উনাই এমেরি বলেছেন, আমার কেরিয়ারে এত বড় ভুল কোনও দিন দেখিনি।

চোট সারিয়ে এক বছর পর ফিরেই আবার চোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরসুমের বেশির ভাগ সময় চোটের কারণে খেলাই হয় না নেমারের। ইউরোপিয়ান ফুটবল থেকে সরে এসেছেন। খেলেন সৌদি আরবের আল হিলালের হয়ে। কিন্তু প্রায় এক বছর পর চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে আবার চোট পেলেন নেমার। এই বছর ডিসেম্বরের আগে তাঁর মাঠে ফেরা কঠিন।

গত সোমবার আল হিলালের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন নেমার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের ম্যাচে তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিল ইরানের ক্লাব এস্তেঘলাল। এক বছর পর চোট সারিয়ে সেই ম্যাচে খেলতে নেমেছিলেন নেমার। বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলারকে ৫৮ মিনিটে নামানো হয়েছিল। কিন্তু মাঠে ফেরাটা খুব সুখের হল না তাঁর জন্য। আবার চোট পান তিনি। আল হিলালের কোচ জর্জ জেসুস জানিয়েছেন আগামী দু'সপ্তাহ তাঁকে পাওয়া যাবে না। জেসুস বলেন, খুব সাধারণ চোট নয়। পেশিতে চোট পেয়েছে নেমার। হাঁটুতে কোনও সমস্যা নেই। দু'সপ্তাহ খেলতে পারবে না ও।দ নেমারও সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, তআশা করছি বড় কিছু হয়নি। এক বছর খেলা থেকে দূরে থাকলে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা আমাকে সাবধান করেছিলেন। আগামী দিনে মাঠে নামলে আমাকে আরও সচেতন হতে হবে।দ

অন্য একটি সূত্রে খবর, নেমারের চোট খুব ছোট নয়। যে কারণে এখনই তাঁকে সৌদি প্রো লিগের দ্বিতীয় পর্বের জন্য রেজিস্টার করাবে না আল হিলাল। সৌদি প্রো লিগের জন্য ১০ জন বিদেশি ফুটবলারকে সই করাতে পারে ক্লাবগুলি। আল হিলাল ইতিমধ্যেই ১০ জনকে নিয়ে নিয়েছে। নেমারের সঙ্গে আল হিলালের ২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে নেমারের আয় প্রায় ২২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। আগামী দিনে তাঁকে দলে রাখা হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আল হিলালে আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলেছেন নেমার।

চার মাসেই বিরক্ত এমবাপে, মাদ্রিদে আর মন টিকছে না ফরাসি অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্যারিস সঁ জরমঁ ছেড়ে কিলিয়ান এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া এই মরসুমে ফুটবল বিশ্বের অন্যতম চর্চিত দল বদল। কিন্তু চার মাস যেতে না যেতেই স্পেনের ক্লাবে বিরক্ত হয়ে গেলেন ফ্রান্সের ফুটবল অধিনায়ক। তিনি নিজের পছন্দের জায়গায় খেলতে পারছেন না। তাতেই সমস্যা হচ্ছে।সাধারণত এমবাপে খেলেন আক্রমণভাগের বাঁ প্রান্তে। ফুটবলের পরিভাষায় যাকে লেফট উইং বলা হয়। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদে সেই জায়গায় খেলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। এমবাপে মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই ভিনি সেখানে খেলছেন। কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি এমবাপেকে খেলাচ্ছেন মাঝ খানে। মূল স্ট্রাইকার হিসাবে। সেটা মেনে নিতে পারছেন না বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার। এই মরসুমে সাতটি গোল করে ফেলা এমবাপে এখনও দলকে অপরাজেয় করতে পারেননি। বরং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দু'টি ম্যাচ হারতে হয়েছে মাদ্রিদকে। লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে ০-৪ গোলে। সমর্থকেরাও এমবাপেকে নিয়ে খুশি হতে পারছেন না।

এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি মাদ্রিদে এমবাপে বিরক্ত এবং নিজেকে দলের স্ট্রাইকার হিসাবে দেখছেন না তিনি। এমবাপে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে খেলতেও রাজি নন। কিন্তু কোচের কিছু করার নেই। কারণ ভিনি এবং এমবাপে একই ধরনের ফুটবলার। ভিনিকে সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে খেলাতে রাজি নন কোচ। ডান প্রান্তে খেলতে স্বচ্ছন্দ নন ভিনি। তাই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এমবাপেকেই।

রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন ফুটবলার করিম বেঞ্জেমা এক সময় দলের স্ট্রাইকার হিসাবে খেলতেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন সতীর্থ বলেন, তএমবাপে সেন্ট্রাল ফরওয়ার্ড নয়। তাতেই সমস্যা হচ্ছে। সেই জায়গায় তাঁকে খেলানো হচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর জায়গা নয়। মাদ্রিদে বাঁ প্রান্তে যে খেলে, সেই ভিনিসিয়াস আবার এমবাপের মানের ফুটবলার। তাঁকেও ডান প্রান্তে বা মাঝ খানে খেলানো সম্ভব নয়। আর বাঁ প্রান্তে খেললে ভিনি দলকে অনেক সুন্দর মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। কিন্তু এমবাপেও সেন্ট্রাল ফরওয়ার্ড নয়। ওর উপর প্রত্যাশার চাপও রয়েছে। এই চাপ প্যারিসে ছিল না।দ

লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে ন'পয়েন্টের তফাত। শনিবার ওসাসুনার বিরুদ্ধে মাদ্রিদের পরবর্তী ম্যাচ।

বাংলা এগিয়ে ১৪৬ রানে, সূরযদের দাপটে চাপে কর্নাটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দিনে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদারের শতরানে ২৪৯ রান তুলেছিল বাংলা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে হাতে পাঁচ উইকেট থাকলেও বাংলা শেষ হয় ৩০১ রানে। ব্যাট হাতে কর্নাটকও সমস্যায় পড়ে। বাংলার বোলারদের দাপটে ৯৭ রানে ৫ উইকেট হারায় তারা। দিনের শেষে বাংলা এগিয়ে ১৪৬ রানে।

বৃহস্পতিবার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে কর্নাটক দিনের শেষে ১৫৫ রান করেছে পাঁচ উইকেট হারিয়ে। অভিনব মনোহর অপরাজিত রয়েছেন ৫০ রান করে। শ্রেয়স গোপাল এবং তিনি মিলে ষষ্ঠ উইকেটে ৫৮ রানের জুটি গড়েন। তার আগে যদিও বাংলার বোলারেরা ৯৭ রানে ৫ উইকেট তুলে নিয়েছিল। বাংলার হয়ে সূরয সিন্ধু জয়সওয়াল এবং আর বিবেক নেন দু'টি করে উইকেট। একটি উইকেট নেন ঈশান পোড়েল। কর্নাটকের হয়ে রান পাননি মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৭) এবং মণীশ পাণ্ডের মতো ব্যাটার। সূরযদের দাপটে কর্নাটককে এক সময় দিশাহারা লাগছিল। কিন্তু শেষবেলায় তাদের ইনিংস সামলে নেন অভিনবেরা।

প্রথম দিনের শেষে ২৪৯ রান তোলা বাংলা বড় ইনিংস গড়ার স্বপ্ন দেখছিল ঋদ্ধিমান সাহা এবং শাহবাজ আহমেদের ব্যাটে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়নি তাঁদের জুটি। ঋদ্ধি মাত্র ৬ রান করে আউট হয়ে যান। বাকিরাও বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি।

ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে হঠাৎ মোহনবাগানের প্রাক্তনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাল-হলুদ তাঁবুতে 'সবুজ তোতা'। বুধবার বিকালে হঠাৎই ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে হাজির হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। ঘুরে দেখলেন ক্লাবের আর্কাইভ। চলে যাওয়ার আগে মুগ্ধতার কথা জানিয়ে গেলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন স্ট্রাইকার।

ফুটবলজীবনে কখনও লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপাননি। ব্রাজিল থেকে কলকাতা ময়দানে এসে মোহনবাগানের ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছিলেন। ডার্বি থাকলেই জ্বলে উঠতেন। সেই ব্যারেটো বুধবার এলেন ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে। মোহনবাগানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে বেশ খানিকটা সময় কাটালেন। ঘুরে দেখেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবু এবং আর্কাইভ। কথা বলেন ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের সঙ্গে। ক্লাবের পক্ষ থেকে ব্যারেটোর হাতে তুলে দেওয়া হয় লাল-হলুদ জার্সি। তাঁবু ছাড়ার আগে ক্লাবের 'ভিজিটর্স বুক'এ ব্যারেটো লেখেন, ''যা দেখলাম, তাতে আমি বিস্মিত। ইতিহাসের এক মহান অংশ দেখলাম।''

সরকারি ভাবে কোনও পক্ষই মুখ না খুললেও ব্যারেটোর ইস্টবেঙ্গল সফর নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তা হলে কি কোচিং স্টাফ হিসাবে যোগ দিতে চলেছেন ব্যারেটো। দেবব্রত সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন। তিনি জানিয়েছেন, ব্যারেটোর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল। সেই সম্পর্কের খাতিরেই ক্লাবে এসেছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার।

ভারতের সম্মতি ছাড়াই সূচি প্রকাশের সম্ভাবনা আইসিসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও রয়েছে। পাকিস্তানেই কি প্রতিযোগিতা হবে? না কি ভারতের আপত্তি মেনে অন্য কোনও দেশে তা সরিয়ে দেওয়া হবে? আপাতত যা খবর, তাতে পাকিস্তানেই হবে প্রতিযোগিতা। ১১ নভেম্বর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি ঘোষণা করতে পারে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। যদিও ভারত খেলবে কি না সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

১০ থেকে ১২ নভেম্বর পাকিস্তানের লাহোরে যাওয়ার কথা আইসিসির একটি প্রতিনিধি দলের।

কেকেআর ছেড়েই ফর্মে শ্রেয়স, ৯ বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে দ্বিশতরান, বার্তা দিলেন নির্বাচকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবারই শতরান করেছিলেন। বৃহস্পতিবার তা পরিণত করলেন দ্বিশতরানে। আইপিএল নিলামের আগে কেকেআর ছাড়ার পরেই রঞ্জি ট্রফিতে ফর্মে ফিরলেন শ্রেয়স আয়ার। আগের ম্যাচে শতরান করার পর এ বার দ্বিশতরান এল তাঁর ব্যাট থেকে। ৯ বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে দ্বিশতরান করলেন। একই সঙ্গে বার্তা দিলেন নির্বাচকদের। জাতীয় দলে হারানো জায়গা ফিরে পেতে মরিয়া তিনি।

রঞ্জির দ্বিতীয় রাউন্ডে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন শ্রেয়স। তিন বছর, ৩৮ ইনিংস এবং বেশ কিছু অস্ত্রোপচারের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন। তার পর একটি ম্যাচ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ফিরেও ফর্ম হারাননি।

প্রথম দিন ১০১ রানে অপরাজিত ছিলেন শ্রেয়স। মেরেছিলেন ১৮টি চার এবং চারটি ছয়। দ্বিতীয় দিন শ্রেয়স দ্রুত রান করছিলেন। উল্টো দিকে থাকা সিদ্ধেশ লাড ধীরে খেলে শ্রেয়সকে বেশি বল খেলার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। তিনিও শতরান করেছেন।

রঞ্জি ট্রফিতে শেষ বার ২০১৫-র অক্টোবরে দ্বিশতরান করেছিলেন শ্রেয়স। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শেষ শতরান ২০১৭-১৮ সালে। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে।

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষ বার ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছিলেন শ্রেয়স। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর আবার পিঠে ব্যথা হওয়ায় বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়। তার পর আর জাতীয় দলে ফিরতে পারেননি। গত অক্টোবরে বলেছিলেন, তজাতীয় দলে ফিরতে চাই। তবে নিজের হাতে যেটা রয়েছে সেটার উপরেই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমি শুধু ভাল খেলতে চাই। যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলতে চাই।

আইপিএল খেলে ক্রিকেটের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চান ৯৭৩ আন্তর্জাতিক উইকেট নেওয়া 'বুড়ো' অ্যান্ডারসন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২২ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার তাঁর। ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯৭৩টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। একমাত্র পেসার হিসাবে টেস্টে ৭০০-র বেশি উইকেটে মালিক তিনি। ৪২ বছরের সেই জেমস অ্যান্ডারসন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে অবশেষে আইপিএলের দিকে নজর দিয়েছেন। এ বার নিলামে নামবেন তিনি। এই প্রতিযোগিতায় খেলে ক্রিকেটের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চান অ্যান্ডারসন।

টি-টোয়েন্টিকে সাধারণত তরুণদের খেলা বলা হয়। আইপিএলেও প্রতি বছর অনেক তরুণ ক্রিকেটার নজর কাড়েন। সেই প্রতিযোগিতায় এ বার নামতে চান অ্যান্ডারসন। তাঁর একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। আইপিএলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান তিনি। অ্যান্ডারসন বলেন, তআমার মনে হয় এখনও আমি খেলার ক্ষমতা রয়েছে। আইপিএলে কোনও দিন খেলিনি। এই অভিজ্ঞতা আমাকে আরও কিছু দিন খেলা চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে মেন্টরের দায়িত্ব সামলেছেন অ্যান্ডারসন। ভবিষ্যতে কোচ হওয়ার বাসনা তাঁর রয়েছে। সেখানেও আইপিএলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। অ্যান্ডারসন বলেন, তআমি কয়েক দিন কোচিং করিয়েছি। ইংল্যান্ড দলের মেন্টর ছিলাম। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে কোচিং করাতে পারি। আইপিএল খেললে ক্রিকেটের জ্ঞান আরও কিছুটা বাড়বে। সেই জ্ঞান ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

১৮৮টি টেস্টে ৭০৪ ও ১৯৪টি এক দিনের ম্যাচে ২৬৯ উইকেট নিয়েছেন অ্যান্ডারসন। অর্থাৎ, ৩৮২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর উইকেটের সংখ্যা ৯৭৩। সেই অ্যান্ডারসনের ন্যূনতম মূল্য রাখা হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। চলতি মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখ আইপিএলের নিলাম। এখন দেখার অ্যান্ডারসনকে কেউ আইপিএলে কেনে কি না।

'ফর্মে ফিরতে বাবরের উচিত বিরাটের পথ অনুসরণ করা', মত বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক পন্টিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাটে রান নেই বাবর আজমের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি টেস্টে তাঁকে দল থেকেই বাদ দিয়ে দেন নির্বাচকেরা। সেই বাবরকে রানে ফেরার জন্য বিরাট কোহলির পথ অনুসরণ করতে বলছেন রিকি পন্টিং।

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক টেস্টে শেষ ১৮টি ইনিংসে অর্ধশতরানও করতে পারেননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও রান পাননি তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাদ পড়ার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে দলে ফেরানো হয়েছে তাঁকে। প্রথম ম্যাচে ৩৭ রান করেছেন তিনি। বাবরের ফর্ম হারানো সম্পর্কে বলতে গিয়ে পন্টিং তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন পন্টিং। বিশ্বের অন্যতম সফল অধিনায়ক মনে করা হয় তাঁকে। পন্টিং বলেন, তবাবরকে দলে ফেরানোই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। বাবর ফর্মে না ফিরলে টেস্ট দলে ওর ফেরা কঠিন। এর আগে আমরা বিরাটকে নিয়ে এমন কথা বলতাম। এখন বাবরকে নিয়ে বলতে হচ্ছে। কখনও কখনও মনে হয় বিরাট ঠিক করেছিল বিশ্রাম নিয়ে। যে বিশ্রামের কথা বিরাট নিজেও বলেছে। ক্রিকেট থেকে দূরে ছিল ও। সেই বিশ্রামে বিরাট নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিল। বাবরেও তেমনই করা উচিত। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা উচিত ওর। কিট ব্যাগটা আলমারিতে বন্ধ করে রেখে অন্য বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত। তা হলে আবার আগের ফর্মে ফিরতে পারে ও। আশা করব তখন বাবরকে আবার আগের মতো ব্যাট করতে দেখতে পারব।দ

শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ। সেই ম্যাচে রানে ফেরার জন্য মরিয়া থাকবেন বাবর। অ্যাডিলেডে দলকে জেতাতে পারলে সিরিজেও ফিরবে পাকিস্তান। কারণ প্রথম ম্যাচে তারা হেরে গিয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**